ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালীন বেদী হইতে আচার্য্য

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়।

Devendra Nath Tagore

প্রথম প্রকরণ।

১৭৮২ শকের ১২ শ্রাবণ অবধি ১৭ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত।

কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

৮ মাঘ ১৭৯০ শক।

PRINTED BY KALLY DASS CHUCKERBUTTY,

বিজ্ঞাপন।

'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান' কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা সময়ে বিবৃত হয়। যে সকল উন্নত পবিত্র ভাব ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রতি শ্লোকে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা একে একে আবিষ্কৃত করা ইহার তাৎপর্য্য। গত বৎসরের শ্রাবণ মাসে ব্যাখ্যান আরম্ভ হইয়া এ বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রথম প্রকরণ এইক্ষণে গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে। ঈশ্বর প্রসাদাৎ ইহার আর আর প্রকরণ সমাপ্ত হইলে তাহাও পরে প্রকাশ করা যাইবেক। ইহাতে ক্রমে ক্রমে এক মহৎ অভাব দূর হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হৃদয়ের ধর্ম্ম হয়—যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জীবিত সত্য সকল গ্রহণ করিয়া সকল মনুষ্য প্রীতি ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য। যদি সৎ ব্রাহ্ম মহোদয়েরা এই সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া পরমেশ্বরকে তাঁহারদের অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া আলিঙ্গন করেন, যদি তাঁহাকে আপনার পিতা জানিয়া, পাতা জানিয়া, সখা জানিয়া, তাঁহাতে আত্ম সমার্পণ করেন—যদি ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা এবং মনুষ্যের স্বাধীনতা তাঁহারদের

এক জনেরও মনে উজ্জ্বল-রূপে প্রতি ভাত হয়—যদি কেহ আপনাকে স্বাধীন জানিয়া, তাঁহাকে প্রীতি করিবার অধিকার জানিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, তাঁহাতে আপনার সর্ব্বস্ব দান করেন; যদি কোন সাধু যুবা আপনার জীবন-সহায়কে নিকটে দেখিয়া কঠোর ধর্ম্ম পালনে উৎসাহযুক্ত হন—যদি কোন পাপী মুমুক্ষু হইয়া পাপনুদ পরমেশ্বরকে নিকটে দেখিয়া কুটিল প্রেয়-পথ হইতে উদার শ্রেয়ের পথে ফিরিয়া আইসে; তাহা হইলেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের যথার্থ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর করুন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধুময় সত্য-সকল পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া প্রীতি ও সদ্ভাব, আশা ও আনন্দ, চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে থাকে।

সূচিপত্র।

পত্রাঙ্ক।

ওঁ তৎসৎ

প্রথম ব্যাখ্যান।

১১ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

মৃত্যু তোমারদিগকে ব্যথা না দিউক, এই হেতু সেই অমৃত পুরুষকে আশ্রয় কর। সংসারে যত প্রকার বিপদ্ আছে, সকল অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ্ মৃত্যু। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যার জন্ম, তাহারই মৃত্যু; যার বৃদ্ধি, তারই ক্ষয়। এখানকার চঞ্চল অনিত্য বিষয়-সকল, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির ঘটনা-সকল, মৃত্যুকেই স্মরণ করিয়া দেয়। এই মৃত্যু-ভয়, এই মৃত্যু-পীড়া হইতে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি? মৃত্যুর প্রতিকৃতি সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; কিন্তু সেই অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যু-ভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারেই মৃত্যু-ভয়, সংসার পারে সেই অমৃত ধাম। এখানে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হই; আবার এখানেই অমৃতকে আশ্রয় করিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। কি আশ্চর্য্য! আমরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া অমৃতকে জানিতেছি। অতি ক্ষুদ্র হইয়া সেই

রাজ-রাজ দেব-দেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছি। এই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতেছি। এখানে কত পশু পক্ষী, সিংহ হস্তী, জলচর খেচর, কত প্রকার জীব আছে, তাহারা তাহাদের স্রষ্টা পাতাকে জানিতে পারে না; তাহারা তাঁহার প্রসাদে সুখে সঞ্চরণ করিতেছে, অথচ তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিতে পারে না। তাহারা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু না জানিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যেরই এই প্রশস্ত উন্নত অধিকার যে তিনি জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছেন। মনুষ্যই মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া সেই অমৃতকে প্রাপ্ত হইতেছেন। এই ভয়ানক স্থানে থাকিয়া সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতেছেন। এখানেই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবন্ধ করিতেছেন। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে নির্ভর হইতেছেন। তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলে আমাদের নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মার আনন্দ-ভাব আর কিছুতেই যায় না। আমাদের শরীর মন ক্লিষ্ট হইতে পারে; আমরা বিপদেই আক্রান্ত হই আর রোগেই বা কাতর হই, তথাপি সেই আত্মার আনন্দ কিছুতেই অবসন্ন হয় না। সেই অমৃত নিকেতনকে আশ্রয় করিলে এমন যে ভয়ানক মৃত্যু, সেও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না।

অতএব এই ঘোরতর সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ না করি। যাঁহা হইতে আমরা সকল ভোগ, সকল সুখ পাইয়াছি; ক্ষণ কালের নিমিত্তে যিনি আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন; তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি। এক বার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের কি দশা হইত? আমরা কোথায় থাকিতাম? আমরা এত দিনে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ-আনন্দোন স্যাৎ।" কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই না থাকিতেন? তিনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমরা যাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হইতেছি; অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাঁহার আশ্রয়ে থাকিবার আশা করিতেছি; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন; তিনি এ প্রকার অনুগ্রহ করুন, যেন আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত না হই। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। যিনি আমাদের সুখের জন্য, শিক্ষার জন্য, ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? এই কি মনুষ্যের কার্য্য? তাঁহাকে কেনই বা ত্যাগ করিব? তাহাতে কি আমাদের মঙ্গল হইবে? এখানে আমাদের কি কোন যাতনা নাই, সংসারে কি কোন বিঘ্ন নাই;

আমাদের শরীর কি ক্লিষ্ট হইতেছে না, মন কি অবসন্ন হইতেছে না যে তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আমরা থাকিতে পারি? এখানে কি কোন ভয় নাই যে সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতে হইবে না? এখানে কি পাপ তাপ নাই যে সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হইবে না? এখানে দীপ্ত-শিরা হইলে তিনি ব্যতীত আর কে আমারদিগকে শীতল করিবে? এই ভয়াকীর্ণ সংসারে ভীত হইলে আর কে আমারদিগকে অভয় দান করিবে? কেবল এক মোহ আসিয়া আমারদিগকে তাঁহা হইতে দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে কি আমারদের মঙ্গল হয়? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমারদের ধর্ম্ম-কার্য্য স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে—আমারদের সুখ ভোগে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। এখানে যাঁহারা এই উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কেবল শ্রবণ করিয়াই চলিয়া যান, তবে এখানে আসাই বৃথা। যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান, তবে তাঁহাদের আর কি হইল? তাঁহাদের হৃদয় যদি উন্নত না হয়; ঈশ্বরানুরাগ প্রজ্বলিত না হয়; বিষয় কার্য্যের সময় তাঁহাকে মনে না থাকে; তবে এত ক্লেশ করিয়া এখানে আসিবার আবশ্যক কি? তাঁহারা কি এখানে কেবল পাঠ ও শ্রবণের জন্যই আসিয়াছেন? ব্রহ্মের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার জন্য নহে? যদি সুখের সময় তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না করেন, যদি অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্ন-দাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাঁহারা কি করিলেন? সেই পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্রতা কোথায় পাইবে? ধর্ম্মবহকে ছাড়িয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিবে? সেই মঙ্গল-নিকেতনকে ত্যাগ করিয়া কি রূপে ভদ্র নামের যোগ্য হইবে? অদ্য হইতেই তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ কর, অদ্যই তোমরা নব জীবন প্রাপ্ত হইবে।

তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ চাই? প্রাণ ধন, বিদ্যা বুদ্ধি, যাঁহা হইতে সকলই পাইয়াছি, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি উপদেশ সাপেক্ষ। আজন্ম যাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, অনন্ত কাল যাঁহার আশ্রয়ে থাকিব, তাঁহার উপাসনাতে কি শিক্ষা চাই? পাপে তাপিত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে কি মনের মালিন্য দূর করিবে না? সেই গুরুর গুরু পিতার পিতাকে কি আরাধনা করিবে না? ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিবার জন্য কি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে না? স্বভাবকে বিকৃত না করিলে আর তাঁহার উপাসনাতে অশ্রদ্ধা জন্মে না। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর, অদ্য রাত্রি হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। কেবল শ্রবণ করিলে কোন ফল নাই। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে এ দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে ঈশ্বরের পূজা নাই—যে পরিবারের মধ্যে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ হয় না—যে হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আসন নাই; সেই শূন্য দেশ, সেই শূন্য পরিবার, সেই শূন্য হৃদয় কেবল ঘন বিষাদের আলয়। অদ্য হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় কর, তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। তোমাদের

শুনিবার উপায়ের অভাব নাই, তোমরা জ্ঞান দ্বারা অনেকে বুঝিয়াছ; তবে জ্ঞান ও কার্য্যে, বিশ্বাস ও আচরণে, কেন না মিলিত কর? তোমরা অদ্য হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর; তাহার ফল অচিরাৎ পাইবে। তাঁহার প্রসাদে জীবনের সমুদায় সুখ-ভোগ করিতেছ, কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। ভয় ও বিপদের সময় তাঁহাকে আশ্রয় কর; মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া শিশু যেমন নির্ভয় হয়, সেই প্রকার ভয়-শূন্য হইবে। পাপে তাপিত হইলে অনুতাপ ও অশ্রুপাত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগত-বৎসল, তিনি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যিনি জগতের ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, তাঁহার আরাধনা কর। যাঁহাদের জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারা আপনাকে পবিত্র করুন; ঈশ্বরের নিকটে মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করুন, যত্ন করুন, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিবেন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; এই বাক্যের অর্থ তাঁহাদের হৃদ্গত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

২৫ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

ভুলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু-সকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভুতের অন্তরাত্মা; তিমির মুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্য-কিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকটে প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবা মাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি; যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই

আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যদি অপবিত্র বিষয়েই নিমগ্ন থাকি, আত্মাকে অচেতন অসাড় করিয়া ফেলি, ঈশ্বরের জন্য মনোদ্বার মুক্ত না রাখি; তবে যেখানেই যাই, নির্জন বনে বা সজন নগরে, তীর্থ-স্থানে কি দেব-মন্দিরে, কোথাও তাঁ-হার দর্শন পাই না। যখন আপনাকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়-দ্বার মুক্ত করি, সতৃষ্ণ হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করি; তখন গিরি গুহা, উদ্যান কানন, নির্জন সজন, সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব দেখি। সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কো-থায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই, "সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ"। ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে সর্ব্বত্র প্র-কাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কবাট বদ্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব, সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকা-শিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মি-তে উত্থিত হইয়া জ্যোৎস্না-সুধা বর্ষণ করে, যখন

তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরী রূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? "যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারক-মন্তরোযময়তি।" যিনি চন্দ্র তারকে থাকিয়া—চন্দ্র তার-কের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র তারককে নিয়মে রাখিতেছেন, চন্দ্র তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র তারক যাঁহার শরীর; তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়।

উষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রদোষ কালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যে কি তাঁহার অবির্ভাব? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই? যদি উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্র তারকের শোভার মধ্যে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখ-শ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে যদি তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে, তবে আর কোথায় দেখিবে? মৃত্যুর রূপ জড়ের মধ্যেই কি কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে, পশু-রাজ্যের মধ্যেই কি কেবল তাঁহার প্রকাশ দেখিবে? মনুষ্যের মুখ-শ্রীতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবে না? ধর্ম্মাত্মার অনুরাগ-রঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না? ঈশ্বর-প্রেমী প্রসন্ন-হৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব,

দেখিবে না? প্রকাণ্ড পর্ব্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, সূর্য্যে তাঁহার এ প্রকার আবির্ভাব নাই। এই সকল পুণ্যাত্মার ভাব কি চমৎকার! তাঁহারদের ধর্ম্ম-সাধন কি কঠোর! তাঁহারদের হৃদয় কি কোমল কি পবিত্র! সেই অমৃতের প্রিয় আবাস-স্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র। তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট। এমন আর কোথাও নাই; আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই, সমুদ্রে নাই। ব্রহ্ম-পরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখ-শ্রীতেই তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। যেখানে এই সকল পুণ্যাত্মারা একাসীন হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, সেই এই পবিত্র স্থান—এখানে তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মারই আবির্ভাব রহিয়াছে। এখানকার আলোক-কিরণে তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রতি জনের হৃদয়ে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপে এবং প্রসন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। এখা ন যখন তাঁহার আবির্ভাব অদ্য জাজ্বল্যমান দেখিতেছি, ও তাঁহার প্রসন্নতা অন্তরে অতি গাঢ়-রূপে অনুভব করিতেছি; তখন সকলে মিলিয়া তাঁহার পবিত্র চরণে প্রীতি-পুষ্প প্রদান কর এবং দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

৩২ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন, আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকি; এ কি কখন প্রার্থনীয় হইতে পারে? তিনি সকলের প্রাণস্বরূপ; তিনি জ্ঞান-দাতা, পরম সুহৃৎ; তাঁহার করুণা আমরা অজস্র ভোগ করিতেছি; তাঁহা হইতে দূরে থাকি, তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন, এ প্রকার অভিলাষ কি কাহারও কখন হইতে পারে? প্রকৃত মনুষ্যের কি কখন এমন প্রার্থনা উদয় হইতে পারে? যদিও তিনি পাপে কলঙ্কিত হয়েন; অপবিত্র বিষয়ে মগ্ন থাকেন; তথাপি তাঁহার আত্মা কি এ প্রকার অসাড় হইতে পারে যে তিনি ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন। মনুষ্যের কি এমন দুরবস্থা হইতে পারে যে তাঁহার আত্মা হইতে ঈশ্বর-স্পৃহা একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতেছে—তাঁহার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, সে যদিও এক এক বার মনে করিতে চাহে, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন; কিন্তু তাহার আত্মা হইতে কি কখন কখন এ প্রকার গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হয়

না “তুমি কোথায় পলায়ন করিবে; আর কাহা হইতে নিস্তার পাইবে? তাঁহার আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া আর কাহার আশ্রয়ে যাইবে?” তুমি পাপেতে ভীত হইয়াছ, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কর; ঈশ্বরের নিকটেই ক্রন্দন কর; তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তোমার কি হইবে? পাপময় আত্মাও তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। গিরি গুহা, কানন সমুদ্র, যেঁখানেই যাউক, পাপী তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে পারে না; তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে অন্তরের ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব পাপ করিয়া তাঁহা হইতে দূরে যাইও না; ব্যাকুল অন্তরে, গ্লানি-যুক্ত মনে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর; বল “আমি আপনাকে জঘন্য করিয়াছি; তুমি আমাকে গ্রহণ কর; আমার হৃদয় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, তুমি জ্যোতির জ্যোতি, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। তুমি সহস্র দণ্ড দেও, তাহা আমি বহন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাকে কুটিল পাপ হইতে মুক্ত কর এবং তোমার প্রসন্ন মুখ আমার নিকট প্রকাশ কর।” এই প্রকার গ্লানিযুক্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেই তাঁহার করুণা-বারি অবশ্যই পতিত হইবে, তিনি তোমার দগ্ধ আত্মাকে অবশ্যই শীতল করিবেন। যাহারা পাপ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয়; এই মনে করে যে ঈশ্বর না থাকিলে পরকাল না থাকিলেই ভাল এবং তদনুরূপ মিথ্যা

সিদ্ধান্ত করিয়া রাখে, সেই আত্মঘাতিরা এই ইচ্ছা করে যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি। ভয়েতে মোহেতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা মনে কত কুটিল সংশয়কে স্থান দেয়। তাহাদের কি দুর্দ্দশা! তাহারা কি কৃপা-পাত্র! ঈশ্বর নাই, তাহারদের আত্মা ইহা কোন ক্রমেই বলিতে চায় না; তথাপি তাহারা অন্ধ থাকিবে। তাহারা দেখিতেছে, পুণ্য-পাপদর্শী ঈশ্বর জাগ্রত আছেন, তাহা দেখিয়াও দেখিবে না। তাহাদের অন্তরে ভয়ও হইতেছে কিন্তু তাহারা পাপের শাস্তিকে ভয় করিয়াও করিবে না। পরম পিতা তাহারদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাহারা সে আহ্বানের প্রতি বধীর। তোমরা কি তাঁহার শাস্তি-ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছে? কখনই হইও না। তাঁহার সকল শাস্তিই ঔষধ। এখন হইতেই তাঁহার শরণাপন্ন হও, সকল গ্লানি হইতে মুক্ত হইবে, সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তোমাদের আত্মা পুনর্ব্বার পুণ্য-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে; ঈশ্বরের বাক্যে মন আকৃষ্ট হইবে; সেই পবিত্র স্বরূপের সহবাসের যোগ্য হইবে। যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে; সেই একটি দিন, যখন ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, তখন তোমাদের মনে কি হইবে? কেহ মনে করিবেন, "এক সময় আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিয়া কুটিল পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম; তখন আমার উদ্ধারের আর আশা ছিল না; তখন ঈশ্বরই কৃপা করিলেন; তাঁহার প্রসাদেই আমি আবার তাঁহার প্রতি

গমন করিয়াছি, এ প্রকার না হইলে আমার কি হইত ?" কেহ মনে করিবেন, "এখন আমার কি হইবে? এ শোক ও যন্ত্রণা-ভার আর কোন রূপে বহন করা যায় না। আমি কোথায় যাইতেছি, আমার গতি কি হইবে? হা! আমি আমার জীবনের প্রতি কিছুই দৃষ্টি করি নাই—কত সময় সৎপথে গেলেও যাইতে পারিতাম, তাহা আমি তুচ্ছ করিয়াছি; ঈশ্বর কত সময় আমাকে সতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার কথাও আমি শ্রবণ করি নাই। এখন আমার কি হইবে?" এই মৃত্যুকাল যে বহু দূর, এ প্রকার মনে করিও না, কিছুই স্থির নাই। এ প্রকার মনে করিও না, এখন ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করি, বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম সাধন করিব, তখন ঈশ্বরের প্রতি মন দিব। অদ্যই যাহা করিতে পার, পর দিন তাহা করিতে যাইও না। অসুরেরা সময়েতেই বল পায়; আজি যদি কোন প্রলোভন অতিক্রম করিতে পার, কোন কুটিল ইচ্ছাকে জয় করিতে পার, তবে এমন মনে করিও না যে আজি ইহা চরিতার্থ করি, পরে আর করিব না। এই ইচ্ছা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে এখনো মোহ যায় নাই, মন হইতে এখনো কুটিল ভাব দূর হয় নাই। অপবিত্রতার উপরে যাহার কিছু মাত্র ঘৃণা আছে, সে কি তাহা হইতে বিমুক্ত না হইয়া তিষ্ঠিতে পারে? সে কি এক ঘণ্টা কাল অপবিত্রতার মধ্যে থাকিয়া সুস্থ থাকিতে পারে? অতএব যিনি পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, যিনি পরাজিত ধর্ম্মকে পুনর্ব্বার জয়ী করিতে চাহেন, তিনি

এখনি তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হউন। অনুতাপিত-হৃদয়ে তাঁহার নিকটে অশ্রুপাত করুন—তাহা হইলেই তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা যাইবে, পাপের আকর্ষণ থাকিবে না, শোকের তীব্রতা থাকিবে না। তখন তিনি আর এমন মনে করিবেন না যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন। তখন তাঁহার গাঢ় অনুতাপ হইবে যে এক সময় তাঁহা হইতে দূরে ছিলাম; তাঁহার সঙ্গে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা রক্ষা করি নাই—তৎকালে আমার জীবন কি শূন্য কি অপবিত্র ছিল। এইক্ষণে ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তাঁহাকে দর্শন পাইতেছি, তিনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তখন পরীক্ষাতে জানিলেন যে তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাহারদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। তিনি দেখিলেন যে এক সময়ে যখন আমি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত ছিলাম, তখন আমার কি ব্যাকুলতার অবস্থাই ছিল; এক্ষণে তাঁহার নিকটে আসিয়াছি। এক্ষণে সকলই জ্যোৎস্নাময়, সকলই সুধাময়! তিনি এই দুই অবস্থার মধ্যে কেমন প্রভেদ দেখিতে পান। এক সময়ে তিনি তাঁহা হইতে দূরে থাকিয়া কোন সুখেই সুখী ছিলেন না; আর এক সময় তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া কোন বিপদেই বিপন্ন হয়েন না। যদিও শত শত বাহিরের শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করে, তাঁহার আত্মার শান্তি কেহই হরণ করিতে পারে না; কেন না তিনি আত্মার আরাম-স্থল ঈশ্বরকে পাই-

য়াছেন। তাঁহার নিকটে শোকের তীব্রতা নাই, মৃত্যুর ভয় নাই—পাপের গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; " তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয় গ্রন্থি-সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।" " যিনি এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূ-তের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁ-হাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদেরই নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" "যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য এবং তাবৎ সচেতনের এক মাত্র চেতন-কর্ত্তা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" এখানে বলা হই-তেছে, যাঁহারা তাঁহাকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দেখেন। এই আলোক-কিরণে যে তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছে, এও এক ভাবে দূর। আত্মাতে দেখাই তাঁ-হাকে নিকট করিয়া দেখা। এই সমাজ-মন্দিরে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতেছি; কিন্তু ইহা হইতেও তিনি আমা-দের নিকটে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের আত্মার অন্তরে রহিয়াছেন। তিনি আমাদের শরীর-মন্দিরের পরম দেবতা। বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা, সেও তাঁহাকে দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই নিকটে দেখি। তিনি শরীর-মন্দিরের দেবতা। তিনি

আমাদের নিজস্ব ধন। বায়ু বৃষ্টি অগ্নি সূর্য্য যেমন সাধারণের উপকারের জন্য, তিনি কেবল সেই রূপ সাধারণেরই ধন নহেন; তিনি প্রত্যেকের নিজস্ব ধন। তাঁহার সঙ্গে প্রতি আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি প্রতি শরীরের পুরস্বামী; তিনি প্রতি জনের গৃহ-দেবতা। আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার স্বসা, এই সকলকে আমার বলিয়া বলি; ঈশ্বরও সেই রূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমার হৃদয়েশ্বর। "যউদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" যিনি আপনা হইতে তাঁহাকে অল্পও দূরে দেখেন, তাঁহারও ভয় হয়; যখন আপনার আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাব দেখি, তখনই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া নিঃশঙ্ক হই। কি আশ্চর্য্য! অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছি। যখন চক্ষু উন্মীলন করিতেছি, তখন চতুর্দ্দিকেই তাঁহাকে দেখিতেছি; যখন চক্ষু নিমীলন করি, তখন অন্তরেই তাঁহার স্বপ্রকাশ-মূর্ত্তি বিরাজমান দেখি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

চতুর্থ ব্যাখ্যান।

৭ ভাদ্র ১৭৮২ শক।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

আমরা এই মাত্র শ্রুত হইলাম, ঈশ্বর আমাদের শরীরের পুর-স্বামী; তিনি প্রতি জনের গৃহ-দেবতা। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা। যাঁহারা তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন, তাঁহারাই যথার্থ দেখেন। যাঁহারা তাঁহাকে অন্তরে অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু কয় ব্যক্তি তাঁহাকে এই প্রকারে অন্বেষণ করে। অনেকে বাহিরের বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকে—বিষয়-কামনাতেই আপনার সর্ব্বস্ব বলিদান দেয়। বাহিরে কখনই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা যায় না; আকাশে যে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেখানে দেখা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিকট করিয়া দেখা নয়। সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহার রূপ দেখা যায়। সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মুখ-শ্রীতে, ধার্ম্মিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে, তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে। সেখানেই তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সেখানে তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার প্রতিরূপ সকল স্থানে। মাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম; এ সকলই তাঁহার প্রতি-

রূপ, আত্মাতেই তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সেই 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে' তিনি সাক্ষাৎ বিরাজ করিতে-ছেন। সেই সত্য-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ সে-খানে প্রকাশিত হইতেছেন। জগৎ সংসার তাঁহার মলিন দর্পণ; তাঁহার বিমল নিরবয়ব সুন্দর মূর্ত্তি অন্তরে যেমন প্রকাশ পাইতেছে, এমন আর কোন স্থানেই নয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরে অন্বেষণ করে, তাহার যত্ন কখন বিফল হয় না।

কিন্তু আত্মাতে তাঁহার কি প্রকার আবির্ভাব? সেখানে তিনি কি প্রকারে বিরাজ করিতেছেন? কেহ বলেন, যেমন আমি আছি, ইহা নিশ্চয় বোধ হয়; শরীর মধ্যে যেমন আপনাকে উপলব্ধি করি; পরমেশ্বর-কে সে প্রকার স্পষ্ট দেখিতে পাই না। যিনি আত্মার আত্মা, আত্মাই যাঁহার শরীর, তাঁহারা তাঁহাকে সেখানে উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাকে যেমন করিয়া দেখিতে হয়, তাহা তাঁহারা দেখেন না। জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, যে পরিমিত বস্তুর আশ্রয় সেই অ-পরিমিত। সেই মূল কারণ ও আশ্রয় হইতে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি আমার আ-শ্রয়, তাঁহা হইতে কেমন করিয়া দূরে থাকিতে পারি। আমরা বৃক্ষ ফল ফুল শাখা পল্লব দেখিতেছি, ইহা কি মনে করিতে পারি যে তাহার মূল নাই, যদিও সেই মূল মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে! আমাদের পরি-মিত আত্মাও সেই মূল কারণ ব্যতীত থাকিতে পারে

না। আমি যখন আপনাকে জানিতেছি, তখনি জানিতেছি, আমি পরিমিত আশ্রিত এবং আমার উপরে এক মহান্ পুরুষ আছেন, যাহার আমি আশ্রিত। আপনার জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা চতুর্দ্দিকেই পরিমিত ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাহাই অসীম জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে থাকে। আপনার ইচ্ছার ভাব দেখ, তাহা স্বাধীন অথচ ক্ষুদ্র; তাহা সেই মহতী ইচ্ছারই অধীন দেখিতে পাইবে এবং সেই অপরিমিত শক্তির আশ্রয়েই আপনার স্বাধীনতার প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আপনার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ভাব-সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখ; সেই অনন্ত-স্বরূপে স্থাপিত না হইয়া কিছুতেই তাহারা তৃপ্ত হয় না। আপনার সমুদয় আত্মাই পরমাত্মার আশ্রয়ে দেখিতে পাইবে। আত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূল কারণ ও আশ্রয়কে দেখিতে পাইবে। যেমন সমুদায় বস্তু আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে এবং আকাশের সহিত সমুদয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই 'পরে অক্ষরে আত্মনি' অবিনাশী পরমাত্মাতে জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন রথ নাভি ও রথ নেমিতে অর-সকল সমর্পিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদয় আত্মা সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে তাঁহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ। আমরা

আশ্রিত হইয়া কি আশ্রয়কে জানিব না? যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরে দেখে, সে সেই এক অদ্বিতীয় সকলের আশ্রয়কে এবং আপনার আশ্রয়-দাতাকে দেখিতে পায়। আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। এ দুই জন সর্ব্বদা একত্রে থাকেন। এক জন আশ্রয়, এক জন আশ্রিত; এক জন ফল-ভোগী, আর এক জন ফল-দাতা। অতএব তাঁহার সঙ্গে আমারদের কেমন নিকট সম্বন্ধ।

কেহ বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হইতে পারে? মনুষ্য মনুষ্যেরই সঙ্গী হইতে পারে কিন্তু কোথায় সেই ভূমা অনাদ্যনন্ত পুরুষ আর কোথায় আমরা এই সকল ক্ষুদ্র জীব—আমাদের আবার নানা অভাব, নানা দুর্গতি। তাঁহারা সেই মহান্ পুরুষকে দেখিয়া এবং আপনাদের অতি ক্ষুদ্র ভাব দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হন। কিন্তু সহবাস কি? না, একত্রে থাকা। দূরের বস্তুর সঙ্গেই সহবাস হয় না; কিন্তু অন্তর-তমের সঙ্গে কেন না একত্রে থাকা যাইবে? এমন যে নিক-টের বস্তু, তাঁহার সঙ্গে সহবাস কেন না হইবে? আশ্রয় হইতে আশ্রিত কি দূরে থাকিতে পারে? পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহাকে 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' বলিয়া গিয়াছেন; আমলক ফলকে যেমন আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাঁহাকে সেই রূপ আত্মা দ্বারা স্পর্শ করি। তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন যে আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে;

তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখন তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন, তখন তাঁহার সহিত সহবাস কেন না হইবে? সহবাস আর কাহাকে বলে? আমরা মুক্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিতেছেন, আমরা তাঁহার অমৃত বাক্য শুনিতেছি; একি তাঁহার সহিত সহবাস নয়? আমি যখন যাহা তাঁহাকে বলিতেছি, তাহা তিনি শুনিতেছেন; তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন, আমি শুনিতেছি; এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইবে? তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করিতেছি, তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিতেছি এবং তাঁহার নিকট হইতে আমাদের প্রার্থনা-বাক্যের সায় পাইতেছি। এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইতে পারে? যাঁহারা বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস করা যায় না, তাঁহারা যদি অল্প কালের জন্য বিবেচনা করেন, তবে দেখেন যে এমন সহবাস আর কাহারও সঙ্গে হয় না। তাঁহার উপদেশ-বাক্যের শব্দ নাই, অথচ তাহা আমরা গ্রহণ করিতেছি; তাঁহার সহবাসে এই সকল স্থূল ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক করে না, আমাদের এ চক্ষু, এ কর্ণ, তাহাতে আবশ্যক হয় না। তিনি নিজে যেমন অচক্ষু অকর্ণ অথচ সকল দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন; আমরাও এ চক্ষু না দিয়াও তাঁহাকে দেখিতেছি, ও এ কর্ণ না দিয়াও তাঁহার অমৃত বাক্য শ্রবণ করিতেছি। যখন এই প্রকারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করি-

তেছি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি; তখন সহবাস শব্দ ভিন্ন আর কোন্ কথা দ্বারা আমাদের ভাব স্পষ্ট জানান যাইতে পারে? তিনি রস-স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। যেমন চক্ষু ব্যতীত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেছি, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আত্মা দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি; সেই রূপ তাঁহার অমৃত আনন্দ-রস জিহ্বা ব্যতীতও আস্বাদন করিতেছি। তাঁহার সেই অতুল্য প্রেমানন্দ আত্মাকেই সিক্ত করিতেছে। তাঁহার পবিত্র আনন্দ যখন আমাদের আত্মাতে উদয় হয়, তখন রস-স্বরূপ বলিয়াও আমাদের সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না। কোন রসের সঙ্গেই সে রসের মিল নাই, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সহবাসে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য চাই না। তিনি নিজে অতীন্দ্রিয়, তাঁহার সহিত সহবাসও অতীন্দ্রিয়। জীবাত্মা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করে, তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, তাঁহার অমৃত রস আস্বাদন করে; তখন তাহার চক্ষু কর্ণ ও অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ, যে জীবাত্মাতে ও তাঁহাতে আকাশের ব্যবধান নাই; কেন না তাঁহারা উভয়েই আকাশের অতীত। জীবাত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার যে প্রতিরূপ রহিয়াছে; সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মঙ্গল কার্য্যে, বন্ধুদিগের প্রণয়ে, তাঁহার মঙ্গল ভাবের যে সকল আদর্শ রহিয়াছে; তাহা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। কিন্তু

অন্তরে যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি, এই আমাদের মহৎ অধিকার। বাহিরে তাঁহার প্রতিরূপ; অন্তরে তাঁহার রূপ দর্শন করিতেছি। সেখানে তাঁহাকে দেখিলেই ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু; সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। এখানে আমরা যাহা কিছু উপভোগ করিতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। বায়ু বৃষ্টি সূর্য্য চন্দ্র সকলে মিলিয়া তাঁহার উদার প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকে আমাদের আত্মাতে প্রকাশ করিয়া, যেমন প্রীতি ও করুণা প্রকাশ করিতেছেন, এমন আর কিছুতেই করেন নাই। তিনি আপনার দক্ষিণ মুখ প্রকাশ করিতেছেন, আপনার প্রেম দান করিতেছেন, আপনার সৎপথে আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন; এই তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রধান বন্ধন। তিনি যে আপনাকে দান করিয়াছেন, এই তাঁহার সকল দানের প্রধান দান। তিনি যে আমারদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, এই আমাদের সকল অধিকারের প্রধান অধিকার। আশ্চর্য্য! আমরা এখান হইতেই জানিতেছি, তিনিই আমাদের পরম সম্পদ্, তিনি আমাদের পরম গতি, তিনি আমাদের পরম লোক এবং তিনিই আমাদের পরম আনন্দ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চম ব্যাখ্যান

১৪ ভাদ্র ১৭৮২ শক।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

পরমাত্মার সহিত আত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ; তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হয়; তাহা এই মাত্র বলা হইল। তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন; আমরা আত্মাতে সেই জ্ঞান-স্বরূপের প্রকাশ দেখিতেছি। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার আদেশ, তাঁহার উপদেশ, শ্রবণ করিতেছি। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল-ভাব গ্রহণ করিতেছি; তাঁহার অমৃতানন্দ-রস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন না বটে কিন্তু আত্মার সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। আমরা ধ্যানযুক্ত হইয়া, শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আত্মাতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই। সেই ভূমার সহিত সহবাস করিয়া আমারদের এই ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইতেছে। যখন দেখিতে পাই যে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু আমার উপরে প্রসন্ন ভাবে বিকশিত রহিয়াছে,* যখন তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি; তখনই তাঁহার সহিত আমারদের সম্মিলন হয়। এক বার অনুভব করিয়া দেখ, জ্ঞান দৃষ্টিতে প্রেম দৃষ্টিতে এক বার আত্মাকে উন্নত করিয়া দেখ; তাহা হইলেই ঈশ্বরের দৃষ্টি দেখিতে

পাইবে। তাঁহার সে দৃষ্টি, প্রেম দৃষ্টি। প্রীতির ভাব তাঁহার যেমন, আমারও তেমন। তাঁহাকে প্রীতি-নয়নে দেখ, তাঁহার উদার প্রীতি অনুভব করিতে পারিবে; তাঁহার প্রতি উদাসীন-ভাবে দেখিলে সেই প্রেমময়ের প্রেম আর দেখিতে পাইবে না। অনুরাগের সহিত, প্রীতির সহিত, তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া উঠে। একের প্রীতিতে প্রীতি-ভাব সম্পূর্ণ হয় না; প্রীতি উভয়েরই চাই। ঈশ্বর আমারদিগকে যে প্রীতি করিতেছেন, সেই প্রীতি আবার আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি আমারদের উপরে তাঁহার অজস্র প্রেম-বারি বর্ষণ করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে আমারদের প্রেম-বিন্দু দিয়াও কৃতার্থ হইতেছি। উদাসীনের মত দেখিলে তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রেম অনুভব করা যায় না; বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে, প্রীতি রঞ্জিত নয়নেই, তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাঁহার দৃষ্টি মাতৃ-স্নেহের ন্যায়। মাতৃ-স্নেহের ন্যায় সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকল জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে; সকল জগৎ এবং প্রতি জনের হৃদয় তাঁহার স্নেহ-রসে সিক্ত রহিয়াছে। তিনি প্রতি জনকেই পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছেন। তিনি একাকী প্রতি আত্মার প্রেম-ক্ষুধা শান্তি করিতেছেন। পৃথিবীর মধ্যে যদি আর কেহই না থাকিত; আমি একাকী তাঁহার রাজ্যের অধিকারী হইতাম; তাহা হইলে তিনি আমাকে যে প্রকারে দেখিতেন, এখনো অগণ্য জীবের মধ্যেও আমাকে সেই প্রকারে দেখিতেছেন। রাজা আপন রাজ্যের

প্রতি প্রজাকে জানিতেও পারেন না; জগৎ পিতা তাঁহার অসীম সংসারের প্রতি পুত্রকে স্বকীয় স্নেহময় ক্রোড় প্রদান করিতেছেন।

আজন্ম কাল যাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছি, এখনি যিনি আমারদের সকলকে তাঁহার প্রেম বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞ চিত্তের সহিত নমস্কার কর; সমুদয় মন, সমুদায় আত্মা, তাঁহাতে সমর্পণ কর। আজন্ম যিনি আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন, ভুমিষ্ঠ হইবা মাত্রই যাঁহার স্নেহে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি; তাঁহাকে নমস্কার কর। তাঁহার এই স্নেহ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? আমরা এই পৃথিবীতে কিছু জানিয়া শুনিয়া আসি নাই; আমরা এক সময়ে মৃৎ-পিণ্ডের ন্যায় অচেতন ছিলাম; অন্ধকারে আবৃত ছিলাম; কোথায় কি আছে, জানিতেও পারি নাই—আলোক দেখিবা মাত্রই কোথা হইতে স্নেহ আসিয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন করিল। তখন আমারদের এমন কি গুণ, কি আকর্ষণ ছিল, যে আমারদের উপরে কাহারও যত্ন হইতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই মাতার হৃদয়ে স্নেহ প্রেরণ করিলেন। সেই স্নেহ তখন আমারদের বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমারদের জীবন রক্ষা হেতু ঈশ্বর মাতৃ স্তনে দুগ্ধ দিলেন, মাতার হৃদয়ে স্নেহ দিলেন; এই স্নেহেতে দুগ্ধেতে আমরা এক সময় লালিত পালিত হইয়াছি। তাঁহার প্রীতি আমরা প্রার্থনা করি নাই, তাহা আপনা হইতেই আসিয়া আমারদিগকে গ্রহণ করিল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই

আমারদিগকে প্রীতি করিয়াছেন, আমরা কত কাল পরে তাহা জানিতে পারিয়া এক্ষণে তাঁহাকে প্রীতি প্রদান করিতেছি। যখন আমারদের দন্ত ছিল না, তখন তিনি দুগ্ধ দিলেন, যখন দন্ত দিলেন, তখন কি অন্ন দিবেন না? যখন বুদ্ধি ছিল না, তখন রক্ষা করিতেন; যখন বুদ্ধি বলে আমারদিগকে সম্পন্ন করিলেন, তখন কি আমারদিগকে আর আশ্রয় দিবেন না? যখন অনাথ ও দুর্ব্বল ছিলাম, তখন আপন ক্রোড়ে রাখিয়া পালন করিলেন, এক্ষণে কি আমারদের পরিত্যাগ করিবেন? তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিবেন? তিনি তখনও আমারদের পিতা, মাতা, সর্ব্বস্ব ছিলেন; এখনো তিনি আমারদের পিতা, মাতা, এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমারদের পিতা মাতা থাকিবেন। তাঁহার প্রীতি বিহীন হইয়া আমরা অনন্ত জীবন লইয়া কি করিব? আমরা কি অনন্ত কাল কেবল উদাসীনের মত থাকিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি? তাঁহার উদার প্রীতি আমরা আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে থাকিব—আমারদের প্রীতি তাঁহাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিতে থাকিব—এই প্রকারে আমারদের সমস্ত জীবন গত হইবে। তিনি আমারদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া, তিতিক্ষা ধৈর্য্যের অচ্ছেদ্য কবচ দ্বারা আবৃত করিয়া, এই পৃথিবীর কঠোর ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন; তাঁহার চির-সহবাসের জন্যই আমরা এখান হইতে প্রস্তুত হইতেছি। তাঁহার প্রতি সকলে কৃতজ্ঞ হও। তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনাকে

কৃতার্থ কর। প্রীতি-নয়নে তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম দর্শন কর; এমন সুহৃৎ, এমন বন্ধু, আর আমারদের কেহই নাই। আমরা প্রার্থনা করিতে না করিতেই আমারদের প্রার্থনীয় সমুদয় বস্তু তিনি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, আমারদের কামনার পূর্ব্বে সকল প্রকার কাম্য বস্তু বিধান করিয়াছেন। তাঁহার এই উদার প্রীতি-ভাব দেখ, আর এই ক্ষুদ্র সংসারের ভাব দেখ। এখানে যাহার নিকট হইতে সকল প্রত্যাশা করা যায়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া মনে করা যায়, বৃদ্ধ কালে এ আমার যষ্টি স্বরূপ হইবে, সেখান হইতেও নিষ্ঠুর আঘাত পাইতে হয়। অকৃত্রিম প্রেম-ভাবে বন্ধুর হস্তে আপনার সমুদায় হৃদয় অর্পণ করিতেছি, সে তাহা পাইয়া নানা প্রকার নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি, সেখানে কৃতঘ্নতা; যেখানে বন্ধুতা, সেখানে শত্রুতা। এই অন্ধকার সংসারে আমরা কাহার প্রীতির উপর নির্ভর করিতে পারি? কাহার উপর নিঃশঙ্ক হইয়া বিশ্বাস করিতে পারি? কেবল ঈশ্বরের প্রীতির উপর নির্ভর করিয়াই সকল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারা যায়। যদি আমরা তাঁহার প্রীতি হইতে বহিষ্কৃত হইতাম, তবে আমারদের কি দুর্দ্দশাই হইত? কাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শান্তি পাইতাম? এই সকল দুর্ব্বল লোকেরা, এই সকল স্বার্থপর লোকেরা; ইহারা আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত, অন্যের বিষয় কি দেখিবে? ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে আমারদের

পরিত্রাণ কোথায় ? এই পবিত্র স্থানে দেখ ঈশ্বরের কি উদার ভাব ! তিনি আপনার প্রীতি দান করিয়া আর সকল প্রীতির অভাব দূর করিতেছেন। যেখান হইতেই যত আঘাত পাই, যত প্রকার হৃদয়-বেদনা পাই ; তাঁহার সমীপে গিয়া তাহার সকলই শান্তি হইতেছে। যেখানে নির্ভর করিতে যাই, সেই সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসি ; কিন্তু আমারদের চিরজীবন-সখা, আমারদের সঙ্গেই আছেন। তাঁহার অধীন থাকিয়াই আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতা আমারদের মনুষ্যত্ব—তাহা এখনি আমারদের অলঙ্কার। পরে মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া শোক মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, হৃদয়-গ্রন্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, চরিতার্থ হইব। কিন্তু এক সময়েই কি সে অবস্থার শেষ হইবে। অনন্ত কালই আনন্দের উপর আনন্দ, প্রেমের উপর প্রেম, লাভ করিতে থাকিব। যাঁহার উপর আমারদের এই প্রকার আশা ভরশা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁহার প্রীতির উপর নির্ভর করিয়া সকল ব্যাধি সকল পীড়া হইতে মুক্ত হও। তিনি আমারদের পরম বন্ধু, তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা, তিনি আমারদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি। তাঁহার নিকট প্রার্থনা এই যে এখন যেমন তিনি আমারদের নিকটে প্রকাশ হইতেছেন, সেই রূপ যেন তিনি আমারদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী থাকেন। সেই আনন্দ-স্রোত যেন আমারদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বহমান হইতে থাকে। তিনি ভিন্ন আর আমারদের গতি নাই—তাঁহার প্রেমই আমারদের সর্ব্বস্ব। হে

পরমাত্মন্; তোমার অমৃতানন্দ দ্বারা আমার আত্মাকে অভিষিক্ত কর। আমার দৃষ্টি যেন তোমার প্রীতি-দৃষ্টির উপরে সর্ব্বদাই থাকে। আমার ইচ্ছা যেন তোমার মহতী ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র না থাকে। আমি যদি তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করি, তবে আমাকে সহস্র দণ্ড দেও; কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিও না। হে সুহৃৎ! তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যান।

২১ ভাদ্র ১৭৮২।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবন্! সেই অনির্দ্দেশ্য সুখ-স্বরূপ পরমেশ্বর, যাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত ভাব বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, যাঁহাকে ব্রহ্মপরায়ণ সত্য-ব্রত ধীরেরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁহাকে আমি কি প্রকারে জানিব? তাঁহাকে কোথায় দেখিব? কে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে? আচার্য্য উত্তর করিলেন, সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই পার্থিব অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? যেখানে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ পায় না, সেখানে

সকলই তাহারা অন্ধকার। কেবল আত্মজ্যোতিই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে। আত্মজ্যোতির দ্বারাই সেই সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হয়, সূর্য্য চন্দ্রের জ্যোতি সেই জ্যোতির নিকটে পরাভব পায়। আত্মজ্যোতি হইতেই সেই সত্য-জ্যোতির আভাস পাওয়া যায়। এই আত্মজ্যোতি কি? এক বার অনন্যমনা হইয়া, প্রণিধান পূর্ব্বক অন্তরে দৃষ্টি কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, আত্মজ্যোতি কি। "অস্তমিতে আদিত্যে" সূর্য্য যদি অস্ত হইয়া যায়, "চন্দ্রমসি অস্তমিতে" চন্দ্র যদি অস্ত হইয়া যায়, "শান্তে অগ্নৌ" অগ্নি যদি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তবে কি জ্যোতি অবশিষ্ট থাকে? তখন সেই আত্মজ্যোতিই থাকে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ। এখন সূর্য্যের জ্যোতি নাই, সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; এখানে চন্দ্রের কিরণও নাই, এখানে কেবল অগ্নির আলো রহিয়াছে। মনে কর, এখান কার এই সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেল; তবে সকলই অন্ধকার। এক্ষণে এই আলোকময় মন্দিরে যে সকল ব্রহ্মোপাসক মহাত্মাদিগের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা তখন দেখিতে পাইব না। এই স্থান যদি এখনকার মত নিঃশব্দ থাকে; এখন ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণে সকলে যে প্রকার স্তব্ধ হইয়া তাঁহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এখানকার এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেলেও যদি তাঁহারা সেই প্রকার থাকেন; তবে এই শব্দ-শূন্য আলোক শূন্য গৃহে কেহ কাহাকে জানিতেও পারেন না। কিন্তু যদিও আমরা সকলে এই

অন্ধকারে রুদ্ধাগারে থাকি, তথাপি আমারদের অন্তরে আত্মজ্যোতি নির্ব্বাণ হইবেক না। প্রতি জনে তখন আপনাকে দেখিতে পাইবেন, আত্মার প্রভা সেই অন্ধকারের মধ্যে আরো উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে। সেই আত্মজ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্য-জ্যোতিও প্রকাশিত হইবেক; সেই আত্মার কারণ, আশ্রয়, সুহৃৎ; তাহার অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ; তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হইবেন। যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না, আত্মজ্যোতিতেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যে তাঁহাকে বাহিরের আলোকে দেখিতে যায়, সে কি নির্ব্বোধ। এ কাহার না বোধ আছে যে সেই অন্তরাত্মাকে অন্তরেই পাওয়া যায়, অন্তরেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। জগতে তাঁহার জ্ঞানের, তাঁহার মঙ্গলভাবের ছায়া মাত্র; তাঁহার আলোক অন্তরে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু আর সকলই সেই প্রকাশের ছায়া; তাঁহার আলোক হৃদয়ে রহিয়াছে, আত্মাতেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ। যখন আত্মাতে—"এই উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে" সেই সূর্য্য-প্রভা প্রকাশ পায়, তখন কি হয়? প্রাতঃকালে সূর্য্য চন্দ্র একত্র উদয় হইলে যাহা হয়, তাহাই হয়। তখন দেখিতে পাই, সেই সূর্য্যের প্রকাশেই এই চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে; আত্মা তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে; জীবাত্মার জীবন, তাহার ধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রেম, সক-

লেরই প্রকাশ তাঁহা হইতে দেখা যায়; তিনি আত্মার মূল কারণ ও আশ্রয়ে-রূপে প্রতিভাত হন। যখন অন্তরাকাশে পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়, তখন কি আপনার প্রতি আর লক্ষ্য থাকে? সেই প্রখর সূর্য্যজ্যোতির নিকটে কি চন্দ্রের প্রভা দীপ্তি পায়? তাঁহার সেই প্রভার নিকটে আপনার ক্ষুদ্র ভাব সকলই বিদূরিত হয়। যিনি ভূমা, যিনি পূর্ণ মঙ্গল; যিনি নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র-স্বরূপ; যিনি নিরবদ্য, নিরঞ্জন; তাঁহাতে প্রীতি-ভাব গেলে কি আপনার প্রতি প্রীতি থাকে? তখন আমারদের সেই প্রীতি-দৃষ্টি কি তাঁহা হইতে আর কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়? তাঁহা হইতে লইয়া গিয়া কি আপনার ক্ষুদ্রভাবের উপর স্থাপন করা যায়? তখন সকল ভাব, সকল প্রীতি, তাঁহাতেই অর্পিত হয়। তাঁহাতে প্রীতি যেমন উজ্জ্বলিত হয়, আপনাতে প্রীতি তেমনি অস্তমিত হয়। সেই প্রীতি ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার যখন সংসারে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কি শোভা, কি জ্যোতি! তাঁহার সংস্রবে তাহা পবিত্র ও নিম্নগামী হইয়া পৃথিবীর আর আর সকল স্থানকে সিক্ত করে। ঈশ্বর-প্রেমী মহাত্মা সেই মঙ্গল-স্বরূপের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই শান্তি লাভ করেন। তাঁহার শোভা অনুভব করিয়াই তিনি শোভা ধারণ করেন। ঈশ্বরের ভাব তিনি যত টুকু অর্জন করেন, তাহাতেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার যে কুৎসিত ভাব, তাহা তিনি অনুভব করিতেছেন; তাঁহার

সহিত থাকিয়া আপনার যে মহত্ত্ব, তাহাও দেখিতেছেন। ঈশ্বরের সুন্দর মঙ্গল ভাবের যদি তিনি কণা মাত্রও পান, তবে তাহা সমুদয় রাজত্বের সহিতও তিনি বিনিময় করিতে চাহেন না। ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ভাবই তাঁহার সর্ব্বস্ব ;— তাঁহার নিকটে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, তাঁহার কিছুই নহে। আমারদের এ প্রকার দুর্ব্বলতা যে এই ক্ষণ কালের নিমিত্তে তাঁহার যে প্রকাশ, তাহাই আমরা ধারণ করিতে পারি না কিন্তু এই ক্ষণ কালের প্রকাশেই আমাদের জীবন নূতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার উদয়াস্ত হইতেছে ; কিন্তু আমাদের আশা হই-তেছে যে এখানে তিনি আপনাকে যে এক এক বার আলিঙ্গন করিতে দিতেছেন, পরে আমারদিগকে তাঁহার চির আলিঙ্গন প্রদান করিবেন। আমরা এ প্রকার দুর্ব্বল হইয়া, দোষেতে গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া, ক্ষণ কালের নিমি-ত্তেও তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি, এ কিছু সহজ সূচনা নয়। ইহাতে তাঁহার এই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে যে ভবিষ্যতে আপনাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিবেন। আমরা এক্ষণকার মুহূর্ত্ত কালের যে আনন্দ, তাহা ভোগ করিয়াই যখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি, তখন অধিক কালের জন্য তাহা ভোগ করিতে পাইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে? সেই অবস্থা পাই-বার জন্য আমরা কি না দিতে পারি? আমরা অতি দুর্ব্বল ; কখন সেই মহান্ আনন্দ আত্মাকে প্লাবিত করে, আবার তাহা বিলুপ্ত হয়। তাহা চিরস্থায়ী

হইলে সংসারের আকর্ষণ কি কিছু মাত্র থাকিতে পাইত? এখানে যখন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া আমাদের সমুদয় জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যাইতেছে; তখন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার নিরন্তর প্রকাশ দেখিলে আমাদের কি সম্পদ্ না লাভ হইবে? ক্ষণ কালের নিমিত্তে সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া আমারদের সকল ক্লেশ দূর হইতেছে। সমুদয় পৃথিবী যদি শত্রু হয়, তথাপি আত্মা সেই বিন্দু মাত্র অমৃত পাইয়া এমন বলীয়ান্ হয়, যে সমুদায় পৃথিবীকে সে তুচ্ছ করিতে পারে। এখন যেমন দিবা রাত্রি পরিবর্ত্তনের ন্যায় অন্তরে ঈশ্বরের ভাবের উদয়াস্ত হইতেছে, পরে আর সে ভাবের অস্ত হইবেক না; ঈশ্বর অন্তরে উদয়ই থাকিবেন, সূর্য্য-কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ অবিচ্ছেদে দেখিব। এখানে আমারদের এই প্রকার শিক্ষা হইতেছে। আমারদের দেখা উচিত, আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ কত হইল, তাঁহার সঙ্গে যোগ কত স্থায়ী হইল। তাঁহার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলাম। ইহা দেখিবার কোন আবশ্যক নাই যে কত ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হইল, এই সকল গণনাতে আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া কি হইবে? মৃত্যুর সময় সকলই শূন্য, সকলি অন্ধকার দেখিবে। যে ধন নিত্য ধন, অক্ষয় ধন, তাহা কত সঞ্চয় করিতে পারিলে; তাহাই গণনা করিয়া দেখ। এই ধন এখানে পাইলে সকল পাইবে। কিন্তু সংসারের কি বিপরীত ভাব। লোকেরা অনায়াসে ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া,

চিরস্থায়ী ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়েরই পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে—এক টুকু মান এক টুকু যশের জন্য ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! কি মোহ! তাহারা বুঝিয়াও বুঝিবে না; মোহ আসিয়া তাহাদিগকে আর সত্য দেখিতে দেয় না। সেই যে নিত্য ধন,—সেই যে চির-সম্পদ্, তাহা তোমারা চির দিন সম্ভোগ করিতে পাইবে, এ আশাতে কেন না আনন্দিত হইবে? কেন না বিষয়-বিপদ্-সম্পদ্‌কে তুচ্ছ করিতে পারিবে? যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না; তাঁহার প্রকাশ আমরা সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাইব। এখানে পরীক্ষাতে ইহার আভাস পাইতেছি। এই ভাব চিরস্থায়ী হইলে দুঃখ কি? শোক কি? মোহ কি? সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারা যায়—দুর্ব্বল শরীর সবল হয়, নিৰ্ব্বীর্য্য মন বীর্য্যবান্ হয়। এই আশার কি বল নাই? ইহা কি ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক নহে? প্রত্যক্ষের সঙ্গে, আশার সঙ্গে, যখন সম্মিলন হইতেছে; তখন সংশয়-অন্ধকার কি কিছু মাত্র থাকিতে পারে? কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছেন, এই আমারদের প্রত্যক্ষ;—তিনি সেখানে চিরস্থায়ী হইবেন, এই আমারদের আশা। হে সত্য-কাম! তুমি যখন এই আশা দিতেছ—তুমি আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইবে, তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। কত দিন, আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে আমি

তোমার সম্মুখে পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং নিত্য কাল তোমার সঙ্গেই থাকিতে পাইব। হে পরমাত্মন্! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি যে তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা এখনকার ধন মান যশের জন্য নয়। কিসে সকলে আমাকে আদর করিবে; কিসে সকলের নিকট মান্য হইব; ইহার প্রার্থী হইয়া আমি তোমার নিকটে আসি নাই। আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি যে তুমি আমার দুর্ব্বলতার পরিহার করিবে, পাপ-কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি দিবে। হে পতিত-পাবন! তোমার অমৃত সহবাসে নিরন্তর থাকি; এই আমার ইচ্ছা, এই আমার আশা। এই আশা পূর্ণ কর। আমি যেন অকৃত্রিম হৃদয়ে তোমার সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি। তোমার প্রসাদে যেন সংসারের সকল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারি। যেন তোমার প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টির উপরে আমার প্রীতি-নয়ন সর্ব্বদা রাখি। তোমার ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া যেন সকল কার্য্য করিতে পারি। এই আমার প্রার্থনা। তোমার নিকটে অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম ব্যাখ্যান।

২৮ আশ্বিন ১৭৮২।

প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।

এই সত্যটি আমারদের আত্মাতে মুদ্রিত হইয়াছে যে অন্তরেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ; আত্মজ্যোতিতেই সেই সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হয়। সে জ্যোতিকে চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মার উজ্জ্বল কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল নিরবয়ব পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমাদের অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর। এখানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখ। যদি এই পবিত্র উপাসনা-স্থলে আসিয়া তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে; যেমন আসিয়াছিলে, শূন্য-হৃদয় হইয়া তেমনি চলিয়া গেলে; তবে আর কি হইল? এখানে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত-পুণ্য হও। এখান হইতে ভূয়োভূয় এই উপদেশ পাইয়াছ, এবং যত বার বলা যায়, এ বাক্য কখনই পুরাতন হয় না, যে পরমাত্মা অন্তরের অন্তর, অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়। এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ কর। "প্রাণোহ্যেষঃ" ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। যে পুণ্যাত্মা অন্তরে সেই পরমাত্মা রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখিতেছেন; সেই সত্য-জ্ঞান-জ্যোতির উজ্জ্বল আভা আত্মাতে প্রজ্বলিত দেখিতেছেন; তিনি দেখিতেছেন, সেই পরমেশ্বর প্রাণ-স্বরূপ তিনি মৃত্যুর রূপ নহেন—তিনি অমৃত, সকলের প্রাণ।

যিনি আত্মাতে প্রকাশ পাইতেছেন, আমরা তাঁহাকে আত্মার প্রাণ রূপে দেখিতেছি। আমারদের দেবতা নিদ্রিত নহেন; তিনি জাগ্রত, তিনি জীবন্ত দেবতা; তিনি প্রাণ; তিনি সকল জগতের প্রাণ; তিনি প্রাণের প্রাণ। সেই প্রাণ-স্বরূপ সকলের সম্ভজনীয় পরম দেবতাকে যখন অন্তরে সাক্ষাৎ পাই; তখনই তাঁহার উপাসনা সার্থক হয়। যখন তাঁহার চক্ষুর সঙ্গে আমার চক্ষুর যোগ হয়, তখনি তাঁহার পূজা যথার্থ হয়। উপাসনার সময় তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিবে; অশ্রু-পূর্ণ নয়নে কি রূপে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে? আমরা কি মৃত শরীরের সঙ্গে কখন আলাপ করিতে যাই? সেই অমৃতের, সেই প্রাণ-স্বরূপের উপাসক হইয়া কি কাষ্ঠ পাষাণ মৃৎ-পিণ্ড অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক দেখিতে পাইব না? সকল সময়েই তাঁহার প্রকাশ জাজ্বল্যমান দেখি, এই আমারদের প্রার্থনা; আমরা অতি দুর্ব্বল বলিয়া যদি তা নাও পারি, তবে যখন তাঁহাকে পূজা প্রদান করিতে যাইতেছি; যখন তাঁহার পবিত্র চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—তাঁহার মহিমা গানে জীবনকে সার্থক করিবার অভিলাষ করিতেছি; তখন প্রথমে কি তাঁহার প্রকাশ দেখিব না? যদি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ না করিলাম, তবে মনের ভাব তাঁহাতে কি প্রকারে যাইবে? যদি সেই বিশ্বতশ্চক্ষুকে আমার উপরে দেখিতে না পাইলাম, তবে প্রীতি কাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত হইবে! এখনি তাঁহার প্রকাশ

দেখ। আত্মজ্যোতি দ্বারা তাঁহার প্রকাশ দেখ। তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। সেই সর্ব্বব্যাপী অমৃত পুরুষ জড়ের মধ্যে, আত্মার মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে আছেন; আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত না হই। তাঁহাকে যেন প্রীতি-পুষ্প দান করিতে বিরত না হই। আমারদের যদি এই শুভ উদ্দেশ হয়, তবে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। দেখ এখনি কি হইতেছে! আমারদিগের ঈশ্বর-লাভের স্পৃহার উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে তিনি আমারদিগকে দর্শন দিতেছেন; এই আলোক-কিরণে তাঁহার প্রকাশ জাজ্বল্যমান দেখিতেছি; আপনার অন্তরে সেই নিরবদ্য সুন্দর পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছি। যিনি আমারদের উপাস্য দেবতা; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; আমারদের শরীরই তাঁহার মন্দির; আত্মা তাঁহার আসন; সেখানে তিনি সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন। দেখ, আমারদের কি মহত্তর অধিকার! তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমারদের স্থানান্তরে যাইতে হয় না; যখনই ইচ্ছা করি, সেই পবিত্র স্বরূপকে প্রণাম করিয়া আসি; স্বীয় আত্মাতেই তাঁহার অধিষ্ঠান দেখি। সূর্য্য চন্দ্র ওষধি বনস্পতি অপেক্ষা আত্মা তাঁহার প্রিয় নিকেতন। সেই বিজ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ সর্ব্ব কালে সর্ব্ব স্থানেই আছেন। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে আর সমুদয়ই মৃত্যুর রূপ দেখায়। তাঁহার সহিত বিযুক্ত দেখিলে সকলই মৃত, সকলই অসৎ বোধ হয়। সেই প্রাণের অধিষ্ঠানেই এই সকল প্রাণ-বিশিষ্ট হই-

য়াছে। তিনি "চেতনং চেতনানাং।" সেই চেতনের প্রকাশেই সকলে চেতন পাইয়াছে। তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ করিয়াই এই জগৎ সৎ হইয়াছে। সেই অমৃতের আশ্রয়েই মনুষ্য অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। আমরা অমৃতের পুত্র, এই জন্যই আমরা অমৃত লাভের অধিকারী। যত দিন আমারদের সংসারেরই অধীনতা; তত দিন মৃত্যুর পাশে বদ্ধ আছি, মৃত্যু-মুখেই প্রবিষ্ট আছি। সংসারের সকলই মৃত্যুর রূপ, অমৃতের ভাব ইহাতে কিছুই নাই। সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি—ঈশ্বরই অমৃত নিকেতন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধাম দেখিতে পাই এবং আপনা হইতেই বলিতে থাকি, "যএত দ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" সেই প্রাণের সহিত যিনি আপনাকে যুক্ত করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুর হস্ত দেখিয়া আর ভয় পান না; তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির-নিশ্চয় থাকেন।

আমারদের আত্মা তাঁহার আসন; তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা। আমারদের উপাসনা বাহ্যিক নয়, কিন্তু আন্তরিক উপাসনা। যখন আমারদের আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখি, তখন কি আনন্দ! তাঁহাকে সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য কত লোক কত প্রকার কষ্ট সাধন করিতেছে, কত কঠোর তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতেছে। তাহাদের আত্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ না বুঝিয়া বাহ্য ক্রিয়াতেই তাঁহাকে লাভ করিতে যায়, সুতরাং নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে এই

জন্য আছে, "- যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না—সে সেই ব্রহ্মের পরম পদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমারদের সৌভাগ্যের সীমা কোথা—আমরা শান্ত সমাহিত-চিত্ত হইলেই স্বীয় আত্মাতে সহজেই সেই পরম দেবতার সাক্ষাৎ পাই এবং তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া সকল পাপকে অতিক্রম করি। পূর্ব্ব কালের পবিত্র ঋষিদিগের ন্যায় যখন তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই—সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে যখন হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; যখন তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি; তাঁহার সঙ্গে যখন অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ হয়; তাঁহাতে আমাতে আর কিছুই ব্যবধান থাকে না—তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার শিষ্য; তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার স্নেহের ধন; তখনই মনের সহিত বলিতে পারি যে "ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি।" তুমি আমারদের পিতা; যিনি আমারদিগকে অন্ধকার সংসারের পারে উত্তীর্ণ করেন। তখন মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি যে "মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি।" মাতার ন্যায়

আমারদিগের রক্ষা কর; তুমি আমারদিগকে শ্রী দেও, প্রজ্ঞা দেও। যখন সেই অভয়-দাতা পিতা, জ্ঞান-দাতা গুরু, স্নেহ-দাতা মাতার ভাব আমরা একত্রে গ্রহণ করি; তখন তাঁহার প্রতি কি গাঢ় নির্ভরের ভাব হয়! তাঁর প্রীতি পাইয়া আমারদের প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে থাকি। তিনি আমাকে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রীতি করিতেছেন, যখন এই ভাব আমারদের সমুদয় ভাবের সহিত সম্মিলিত হয়; তখন আমরা নূতন জীবন পাই; তখন তাঁহাকে পাইয়া সকলেরই অর্থ পাই; তখন সংসার আর প্রহেলিকার ন্যায় থাকে না; তখন যে দিকে দৃষ্টি করি, তাঁর সঙ্গে সকলেরই যোগ দেখি; স্বদেশ বিদেশ, সকল স্থানে সকল অবস্থাতে, তাঁরই মহিমা দেখিতে পাই। "প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি।" ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।" যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেই রূপ সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত—বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে; সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে, পর্ব্বতের উচ্চতায়। সকল শক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার শক্তিরই প্রভাব; সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে জগৎ জীবিত রহিয়াছে। সকল কৌশলে তাঁহার জ্ঞান; সকল ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গল-ভাব; সকল জগতে তাঁহার প্রেম। যখন রোগে কাতর হই, তখন সেই মাতার ক্রোড়েই আমরা সুরক্ষিত হই। যখন সংসারের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হই, তখন তাঁহার অতুল্য প্রেমে আমরা

নিলীন থাকি। সকল জগতে তাঁরই জ্ঞান, তাঁরই প্রেম, তাঁরই মঙ্গল-ভাব। হা! আমি এইক্ষণে কি দেখিতেছি! কোথায় রহিয়াছি! এক্ষণে আমি ভূলোকেও নাই, দ্যু-লোকেও নাই; সেই পরম লোকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি। এ আনন্দ মন আর ধারণ করিতে পারে না, বাক্য কি বলিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অষ্টম ব্যাখান।

৪ আশ্বিন ১৭৮২ শক।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

দুই সুন্দর পক্ষী—কি না জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পর-মাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হই-য়াছে। এই জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন—কি না এক শরীর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন; পরমাত্মা আর জীবাত্মা আশ্রয় আশ্রিত ভাবে একত্রে আছেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের সখা—পরমাত্মা প্রেম দান করিয়া পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছেন; এই জন্য উভয়েই উভয়ের সখা। তন্মধ্যে এক জন সুখেতে ফল ভোজন করেন, ঈশ্বরের উদার সদাব্রতে জীবাত্মা জীবনের সমুদয়

কল্যাণ উপভোগ করেন; অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন, সাক্ষী-স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার আশ্রিত সন্তানদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া পিতা মাতার ন্যায় পরিতৃপ্ত হয়েন। জীবাত্মা পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ; এক জন ফল-প্রদাতা, এক জন ফল-ভোক্তা। তাঁহার করুণা-বারিতে যে সকল সুখ প্রচুর রূপে বর্ষিত হইতেছে, জীবাত্মা তাহাতে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক ভোগ করিতেছে। সেই আশ্রয়-দাতার আশ্রয়-লাভে জীবাত্মা নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। আত্মার স্বাধীনতা দেখ। ইহা কোন প্রকারেই কাহারও অধীন হইতে চাহে না। স্বাধীনতাতে আত্মার যে প্রকার সুখ, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এখানে নানা ঘটনা, নানা অবস্থায় পড়িয়া যদিও তাহাকে অধীন হইতে হইতেছে, কিন্তু আত্মার অন্তরের ভাব স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা-সুখই তাহার সকল সুখ,—পরের অধীনতাতেই তাহার সকল দুঃখ; কিন্তু দেখ, ঈশ্বরের অধীনে থাকায় আত্মার কেমন আনন্দ। সে আর কাহারো অধীন হইয়া থাকিতে চাহে না; কিন্তু ঈশ্বরের অধীনতা ব্যতীত থাকিতে পারে না; তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার দাস ও সেবক হইয়া, থাকিতেই তাহার আনন্দ; তাঁহার ইচ্ছার অধীনে আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারে, এই তাহার মহত্ত্ব। আমারদের যে মুক্তির অবস্থা, যাহাতে আমারদের সংসার আকর্ষণ ও বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইবে; সে অবস্থা প্রার্থনীয় কিসে? সে

কেবল এই জন্য যে সংসারের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ অধীন থাকিতে পারিব—তাঁহার পদতলেই সর্ব্বদা বিশ্রাম করিব—তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব—যাহাতে তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিব। যদি কেবল দুঃখ ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি হয়—যদি সে অবস্থাতে তাঁহার সেবা, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে আমারদের অধিকার না হয়; তবে এই উদাসীন অবস্থাতে আমারদের কি হইবে? ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাঁহার সেবক হওয়াতেই তাহার মহত্ত্ব। সকল হইতে তাহার উচ্চ অধিকার এই যে, সে তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার পূজা করিবার, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবার অধিকারী হইয়াছে।

যিনি আমারদিগের প্রভু, আমারদের ঈশ্বর, আমারদের জীবন-দাতা; যাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, যাঁহার দক্ষিণ মুখ না দেখিতে পাইলে, জীবন বৃথা হয়; তিনিই আমারদের সখা। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন এবং তিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহেন; তিনি প্রেম দান করিয়া আমারদের প্রেম আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রীতি-নয়নে আমারদিগকে দেখিতেছেন, আত্মার উৎকর্ষতা সাধন করিতেছেন; আপনার দিকে তাহাকে লইয়া যাইতেছেন; আনন্দের উপর আনন্দে তাহাকে প্লাবিত করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে প্রীতি দান

করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ে উভয়ের সখা। আমরা আমারদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল সুখ লাভ করিতেছি, তাহারই সীমা করা যায় না; তবে জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রীতির প্রস্রবণ হইতে আরো কত বিমল আনন্দ উৎসারিত হইতেছে, তাহার কে পরিমাণ করিবে? এই প্রেম এই জ্ঞান এই আনন্দের ক্রমাগতই উন্নতি হইবে, ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞতা মনে কি প্রকারে ধারণ করিব? যদি আপনার জন্যই কৃতজ্ঞতা সীমাকে অতিক্রম করিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তবে সকলের হইয়া যদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে যাই, তবে বাক্য কি বলিবে? আপনার উপরেই ঈশ্বরের যে প্রেম, যে মঙ্গল-দৃষ্টি, অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে গিয়া বাক্য যদি নিরব হয়, মনে করিতে গিয়া মন যদি নিস্তব্ধ হয়; তবে অনন্ত লোক হইতে অনন্ত লোকে অসংখ্য জীবের উপর তাঁহার যে প্রেম ও করুণার বর্ষণ হইতেছে, তাহা কি প্রকারে মনে ধারণ করিব? এইক্ষণে আমরা সকলে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের যে উদার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, এই সকলের হইয়া তাঁহাকে কি শব্দে, কি মনে কি প্রকারে, ধন্যবাদ দিতে পারি?

আমরা এমন ক্ষুদ্র—দোষেতে গ্লানিতে আবৃত; তথাপি ঈশ্বর আমারদের সখা। আমারদের কি উচ্চ অধিকার! যিনি দেবতার দেবতা, রাজার রাজা, তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে—কেবল তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে নয়;

কিন্তু তিনি আমারদের সখা। মনুষ্যের মধ্যে কোন উচ্চ পদের লোককে আমরা সখা বলিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু সেই মহেশ্বরকে সখা বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। সেই দেব-দেব আমারদের সখা। তাঁহার প্রীতিতে আমাদের প্রীতিতে সম্মিলিত হইতেছে। তাঁহার অধীনে থাকিতে আমারদের আহ্লাদ—আমারদের নেতা হইতে তাঁহার ইচ্ছা। আমরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সেবা করিতেছি, তিনি আমারদিগকে ভৃত্যের ন্যায় পোষণ করিতেছেন। যখন তাঁহাকে বলি, "তুমি আমারদের প্রভু, আমারদের শরণ্য, আমারদের পূজনীয়; তুমি আমারদের রক্ষা-কর্ত্তা—যখন "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষ" এই বাক্য উচ্চারণ করি; তখন সমুদায় আত্মা হইতেই সায় পাই। অন্তরে ঈশ্বরের ভাব না থাকিলে, কথাতে ভাবেতে এ প্রকার কখনই মিলিতে পারে না। যাহারা অহর্নিশি সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত থাকে, তাহারদেরো কর্ণ-পথে যদি এই মহাবাক্য যায় "সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" তবে এই শব্দ শুনিবা মাত্রই তাহারদের অন্তরের ভাব তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া উঠে। দেখ, আত্মাতে পরমাত্মাতে কেমন যোগ। যদিও মহামোহে মুগ্ধ থাকি, তথাপি তাঁহার নাম শুনিবামাত্র সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতেও বিদ্যুৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আত্মার সঙ্গে তাঁহার যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা মুখে বলা যায় না। পরমাত্মার সহবাসেই যাঁহার জীবন, তাঁহার কত আনন্দ! ঘোর বিষয়ীর পাষাণ মনও ঈশ্বরের নামে যদি দ্রব হয়;

তবে সেই অমৃত সাগরে যাঁহারা সর্ব্বদাই অবগাহন করিতেছেন, তাঁহারদের আত্মার কি উজ্জ্বল ভাব! যাঁহারা সেই সূর্য্য-কিরণে নিরন্তর রহিয়াছেন—সেই মঙ্গল-ছায়াতে নিয়ত বাস করিতেছেন—সেই মলয় বায়ুর হিল্লোল সর্ব্বদা সেবন করিতেছেন, তাঁহারদের ভাব কি প্রকার? তাঁহারদের নিকটে এই মর্ত্ত্য লোকই ব্রহ্মলোক; তাঁহারা "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। বিষয়েই যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহারা এই সকল মহাত্মার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনারদিগকে শোধন করুন। তাঁহারা নানা দুঃখ, নানা যন্ত্রণা পাইয়া তাহার ঔষধ চিন্তা করুন। ঈশ্বর বিপদ্ প্রেরণ করেন, দণ্ড বিধান করেন, এই জন্য যে আমরা তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসি। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমাকে ভুলিয়া থাকিও না; আমার অজস্র দান উপভোগ কর, কিন্তু আমাকে স্মরণ করিয়া রহ। এই সমস্ত জগতের যাবদীয় সম্পদের এমন ক্ষমতা নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। সমুদয় ত্রিভুবনে এমন আনন্দ নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার দুঃখ বিমোচন করিতে পারে। তিনি বিষয়ে তৃপ্তি দেন নাই, ইহারই জন্য যে বিষয়ে তৃপ্ত থাকিলে আমরা তাঁহার পবিত্র আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না। এই জন্যই তিনি এখানে সুখের সঙ্গে দুঃখ, সম্পদের সঙ্গে বিপদ, মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন যে আমরা সেই নিরাপদ স্থানকে অবলম্বন করিতে যত্ন করি। সংসার-কণ্টকে ক্ষত

বিক্ষত হইলে আমরা তাঁহার অমৃত আশ্রয় প্রার্থনা করি। সংসারানলে দীপ্ত-শিরা হইলে তাঁহার শীতল বারির নিমিত্তে ধাবিত হই। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-লালসা যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, ব্রহ্মানন্দ তত অধিক হয়। তখন ঈশ্বরের কার্য্যের জন্যই সংসার, আপনার ভোগের জন্য ঈশ্বর। আমরা এক্ষণে সেই সখার সঙ্গেই একত্রে আছি—তাঁহাকে প্রেমাশ্রু উপহার দেও, মনের সহিত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ কর। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অষ্টম ব্যাখ্যান।

---

১৮ আশ্বিন ১৭৮২।

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমারা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে আমারদের দশা কি হইত? সংসার কি অন্ধকার হইত! আমরা এখানে নানা দুঃখ ক্লেশে আবৃত হইয়া কোথাও আর বিশ্রামের স্থান পাইতাম না। এখানকার অন্তরের ও বাহিরের শত্রুদিগের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কোথাও আর শান্তি পাইতাম

না। তাহা হইলে সংসারানলে আমারদের সর্ব্বাঙ্গ অনবরতই দগ্ধ হইত, তাহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকিত না। এই প্রকার হইলে জীবন কি ভারবহ হইয়া উঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ! তিনি আমারদের শান্তির জন্য আপনাকে দান করিতেছেন। তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া আমারদিগের শোক-ভার-ভগ্ন হৃদয়কে নূতন করিয়া দিতেছেন। এখনি তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখনি তাঁহার ছায়াতে থাকিয়া সমুদায় শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এই প্রকার যখনি তাঁহার অমৃত সহবাস প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল লাভ হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ ফল—ভবিষ্যতে তাহার জন্য আর প্রতীক্ষা করিতে হয় না। এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ হইতেই আনন্দ আমারদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাঁহার উপাসনার ফল সঙ্গে সঙ্গেই মিলিতেছে, ভবিষ্যৎকে প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে না। তিনি যেমন প্রত্যক্ষ হইতেছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিতেছেন। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে উপাসনা করিবার আশা আছে, তাহা তিনি প্রতিক্ষণেই পূর্ণ করিতেছেন। প্রতিক্ষণে এই আশা আরো উজ্জ্বল হইতেছে। আমরা যদি এই অধস্থ মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়া এমন মলিন হইয়াও তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি; তবে ক্রমে যত পবিত্র হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে গমন করিব, তখন যে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে আরো উপভোগ করিতে পারিব, তাহাতে আর সংশয়

কি? এখান হইতে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইতেছে যে উত্তরোত্তর তাঁহার আরো উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাইব—নিরন্তর তাঁহার সহবাসে থাকিব—আর কখনই তাঁহা হইতে আমারদের বিচ্যুতি হইবে না।

এখানে থাকিয়া যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এখনকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যেই বদ্ধ থাকিয়া জরা জীর্ণ হইয়া যাইতাম; মৃত্যুর সময়েও কোন আশা ভরশা থাকিত না। এখানে কারাবাসীর ন্যায় অন্ধকারেই দিন যাপন করিতাম, একটুকুও আশা-রশ্মি আমাদের হৃদয়ে আলোকের সঞ্চার করিত না। হা! আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু দেখ ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি এখানেই আমারদিগকে আপনাকে উপভোগ করিতে দিয়াছেন; এবং আশা দিয়াছেন, যে অনন্ত কাল তাঁহাকে উপভোগ করিতে পাইব। চন্দ্র, তারক, পশু, পক্ষী, তাহারা এ প্রকার কিছুই জানে না। তিনি চন্দ্র তারকের অন্তরাত্মা, চন্দ্র তারক তাহা জানে না। নিকৃষ্ট পশু-সকল তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে, তাঁহা হইতেই রক্ষিত হইতেছে, তাঁহাতেই বাস করিতেছে; কিন্তু সেই সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত; তাহারা তাঁহারই কার্য্য করিতেছে, অথচ কাহার কার্য্য করিতেছে, তাহা জানে না। মনুষ্যের নিকটেই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। পবিত্র-হৃদয় পুণ্যাত্মার নিকটে তিনি তো

প্রকাশমান থাকেনই ; কিন্তু যাহারা সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত ; যাহারা বিষয়-লালসাতেই ভ্রাম্যমাণ হইয়া এক বারও তাঁহাকে মনে করে না ; তাহারদের মোহ-মেঘাচ্ছন্ন আত্মাতেও তিনি বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার প্রকাশ হইতেছেন। সাধু ব্যক্তির সরল কোমল হৃদয়ে তিনি তো প্রবেশ করিবেনই ; কিন্তু সেই সকল ঘোর বিষয়ীরও হৃদয়ের মধ্যে লৌহময় কপাট ভেদ করিয়া প্রবেশ করেন —ইহাতে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কি অতুল্য স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে! পুণ্যাত্মা আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছে ; ঘোর পাপীও নানা ক্লেশ, নানা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়াও পরিশেষে তাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আসিতেছে। যে তাঁহাকে মনেও করে না, তাহাকেও তিনি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত. কোন পবিত্র সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইবা মাত্র হয়ত তাহার নীরস নেত্র হইতেও অশ্রু বিগলিত হয় ; হয়ত ঈশ্বরের সেই বিদ্যুৎ-প্রভাবে তাহার চির জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যায় ; হয়ত সেই অবধি ঈশ্বরের ভাব তাহার হৃদয়ের চিরস্থায়ী হয়। ঈশ্বর এই প্রকারে পাপীকেও আপন গৃহে লইয়া আইসেন। তিনি কেবল অবসর চান ; তিনি অবকাশ দেখেন ; তিনি দেখেন, কোন্ সময় আমি প্রকাশ হইলে আমাকে হৃদয়ে স্থান দিবে—কোন্ সময় আমার ক্রোড়ে আসিয়া শীতল হইবে। আমরা যদিও তাঁহাকে মনেও করি না, তাঁহাকে প্রার্থনা করি না ; তথাপি তাঁহার বিশ্রাম নাই, তিনি সর্ব্বদাই অবসর দেখিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে গ্রহণ করেন।

তিনি সকলের জন্যই ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য-সকল! তোমরা কি তাঁহাকে একটুকুও মনে করিবে না; তাঁহার এই প্রকার প্রেম ও অজস্র কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে মনের সহিত কি এক বারও ধন্যবাদ দিবে না। আমরা কি বিমূঢ়, তিনি আমারদিগকে সর্ব্বদাই আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন; আমরা সেই মাতৃ-স্নেহের আহ্বান শ্রবণ করি না। তিনি আমারদিগকে অমৃত বারিতে অভিষিক্ত করেন, এই তাঁহার অভিলাষ; আমরা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি না। তিনি নিয়তই প্রেম দান করিতেছেন; আমাদের ইচ্ছা নাই, স্পৃহা নাই, প্রীতি নাই, এই জন্যই তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা যখনি তাঁহাতে আত্মাকে সমর্পণ করি, তখনই তিনি তাহা পূর্ণ করেন। যিনি পুষ্পকে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতেছেন, সূর্য্যকে আলোকে পরিপূর্ণ করিতেছেন; তিনি আপনাকে দিয়া আত্মাকে পূর্ণ করেন। সেই অনন্ত প্রস্রবণ কখনই শুষ্ক হয় না। আমারদের যতই গ্রহণ করিবার শক্তি হয় তিনি ততই দান করিতে থাকেন।

যদিও এখানে তাঁহাকে সকলে মনে করে না; কিন্তু তিনি সকলকেই সংশোধন করিতেছেন, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কোন সন্তানই চিরকাল পতিত থাকিবে না; পাপী পুণ্যাত্মা সকলকে তিনি আপন গৃহে লইয়া যাইবেন—সকলকেই আপন আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন। তাঁহার মঙ্গল-

স্বরূপে আমারদের এই প্রকার বিশ্বাস। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই ক্রমে সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইবে— ঈশ্বর সকলেরই হৃদয় অধিকার করিবেন, এখানকার দুর্গতির অবস্থা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাঁহার রাজ্যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইবে, সকলে ভ্রাতৃ-রূপে মিলিত হইয়া সেই পরম পিতার চরণ সেবা করিবে; তখন সকলে—তখন সকলে আপনারদের সৌভাগ্য বুঝিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকিবে—আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এক্ষণকার যেরূপ বিকৃতির অবস্থা, তাহাতে বুদ্ধিতে কখনই নিরূপণ করা যায় না, কি রূপে এই প্রকার সুখের রাজ্য উদয় হইবে কিন্তু যখন ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়; যখন সত্যের প্রভাব মনে উদয় হয়; তখন এই রূপ বিশ্বাস হয় যে পৃথিবীর সমুদয় লোকেই ব্রাহ্ম ও ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া একান্তঃকরণে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইয়া সেই এক মাত্র পিতার অধীন ও শরণাপন্ন হইবে। ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই কৃতার্থ করিবেন; যে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার ব্যাকুলতা তিনি শান্তি করিবেন।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিতেছি। এই পরিমিত ক্ষুদ্র জীবন ধারণ করিয়া সেই অনন্ত অসীমকে জানিবার অধিকারী হইয়াছি। তাঁহাকে জানিলে জানিবার কি আর অবশিষ্ট থাকে। "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"

কাহাকে জানিলে, হে ভগবন্! এই সকল জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সেই সত্তাকে জানিলে সামান্য রূপে আর সকল জানা যায়। জ্ঞানের অন্ন সত্য; পরমেশ্বর যিনি তিনি পরম বস্তু, তিনি সত্য বস্তু—তিনিই এক মাত্র জ্ঞানের তৃপ্তির স্থল। আসক্তিহীন প্রশান্ত-চিত্ত কৃতাত্মা ঋষিরা তাঁহাকে পাইয়াই জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞান যত ক্ষণ না এই সকল পরিমিত বিষয় হইতে তাঁহাতে গিয়া বিশ্রাম করে, তত ক্ষণ আর তাহার শান্তি নাই—সে জ্ঞান চঞ্চলতা ব্যাকুলতার মধ্যেই দন্দ্রমামান হইয়া পরিভ্রমণ করে; সত্যের অন্বেষণ করিতে যায়, কিন্তু কোন স্থানেই প্রকৃত সত্য প্রাপ্ত হয় না—আর সকল সত্য সেই সত্যের ছায়া। সেই সত্য-স্বরূপকে পাইয়াই আমরা জ্ঞান-তৃপ্ত হই, আমারদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। পূর্ব্ব কালের ঋষি-সকল সেই সত্যের পরম নিধান পরমেশ্বরকে পাইয়াই বলিয়া গিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "সত্যমেবায়তনং" "সত্যস্য সত্যং"। এই সকল মহাবাক্যে আমরা এখনো সমুদয় আত্মার সহিত সায় দিতেছি এবং এই সকল বাক্য চিরকালই পরিকীর্ত্তিত হইবে, ও সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। সত্যের প্রভাব—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব যেমন পূর্ব্বকালে, তেমনি এখনও, তেমনি চিরদিনই। ইহা সমুদয় ভ্রম, সমুদয় অন্ধকারের মধ্যেও মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত থাকিবে। সত্যের বল যদি কিছু মাত্র থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে ইহা সকল পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিবে। ঈশ্বর করুন

যে অচিরাৎ সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে শান্তি ও মঙ্গল-ভাবে প্লাবিত করে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নবম ব্যাখ্যান।

---

২ কার্ত্তিক ১৭৮২ শক।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ।

আমারদের কি সৌভাগ্য! আমারদের সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরই স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। যিনি "সত্যমেবাযতনং" যিনি "সত্যস্য সত্যং" তিনিই সত্য-ধর্ম্মের প্রাণ ও আশ্রয়। তিনি সত্যের আলোক সকল স্থানেই প্রেরণ করিতেছেন। তিনি আমারদের সাহায্যের নিমিত্তে এ প্রকার মহাত্মাকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করেন, সত্যই যাঁহার ব্রত; যিনি সেই সত্যকে বিশিষ্ট-রূপে ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবিতে তাহার প্রচার করেন; প্রাণ, মন, আত্মা, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ করেন; ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্প প্রাণ-পণে সিদ্ধ করেন। ঈশ্বর ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক—তিনি তাঁহার আজ্ঞাকারি ও ধর্ম্মের প্রচারক। তিনি তাঁহার অনুচর হইয়া, তাঁহার প্রেরিত হইয়া, নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির মধ্যেও অপরাজিত হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। আর কিছুতেই তিনি এমন আনন্দ পান না। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয়

পুত্রকে বাহিরে নানা কঠোরতা ও বিপদে আবৃত করিয়া শিক্ষা দেন ; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকেই তাহার পুরস্কার দিয়া তাহার আত্মার আনন্দ ক্রমিকই বর্দ্ধন করেন। তিনি নিজে তো আনন্দময় এবং তিনি তাঁহার অনুরক্ত ভক্তেরও সুখের কিছুই অভাব রাখেন না। যে আত্মা তাঁহার বলে বলী ; সে সমুদয় বিঘ্ন, সমুদয় বাধা, অতিক্রম করিয়া তাঁহার পদ-তলের মঙ্গল-চ্ছায়া লাভ করে। তিনিই তাহার বল, তিনিই তাহার অন্ন, তিনিই তাহার ভৃতি ও পুরস্কার।

পরমেশ্বর যখন স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তখন সর্ব্বত্র সত্য-ধর্ম্মের যে প্রচার হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ক্রমে পৃথিবীর সমুদয় লোক সত্যকে গ্রহণ করিবে— সত্যকে আলিঙ্গন করিবে। কালেতে এই ফল ফলিবে। কিন্তু প্রতি জনেরই এই বিষয়ে যোগ দিতে হইবে। এমন মঙ্গল কার্য্যে কাহারো যেন অবহেলা না থাকে। যদিও কেহই তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায়কে প্রতিরোধ করিতে পারে না ; তথাপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা পূর্ব্বক যোগ দিলে তাহাতে আমারদেরই গৌরব। দেব-প্রসাদ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না ; কিন্তু আত্ম-প্রভাবের ও আন্তরিক যত্নের যেন ত্রুটি না থাকে। যিনি আমারদের আত্মাকে বলীয়ান্ করিয়াছেন এবং আমারদিগকে প্রার্থনা-রূপ বাক্য দিয়াছেন ; তাঁহার কি ইহা অভিপ্রায় নহে যে আমরা তাঁহার কার্য্য সমুদয় আত্মার সহিত সম্পন্ন করি এবং তাঁহার প্রসাদের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা

করি? তিনি যে তাঁহার জ্যোতি আমারদের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন, আমরা যেন তাহা চক্ষে গ্রহণ করি। যখন তাঁহার কৃপা-বারি পতিত হয়, তখন তাহা যেন আমরা হৃদয়ে সর্ব্ব প্রযত্নে ধারণ করি। তাঁহার প্রসাদ ক্রমিকই অবতীর্ণ হইতেছে; কিন্তু আমাদের যত্ন চাই, প্রার্থনা চাই, প্রীতি চাই, অনুরাগ চাই, স্পৃহা চাই; তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারি।

জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ কর। তাঁহাকে কে দেখিতে পায়? আত্মাকে যিনি পবিত্র করেন; যিনি আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়ী করেন; তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান। সত্যকে পাইবার জন্য জ্ঞানকে প্রশস্ত কর। আমারদের জ্ঞান যত উজ্জ্বল হয়, সেই অনুসারে তাঁহার সত্য-ভাবের সঙ্গে আমারদের আত্মার তত সম্মিলন হয়। জ্ঞান যত সত্যকে ধারণ করে—প্রীতি যত প্রশস্ততা লাভ করে, ইচ্ছাকে যত তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা যায়; ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। সত্যেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া আমরা তাঁহাকে অধিক করিয়া উপভোগ করিতে পারি।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ অবলোকন কর। এখনই ইহার প্রশস্ত সময়। এই পবিত্র সময়কে কখনই অবহেলা করিও না। এখন এক বার আত্মাতে সেই সত্যকে অবধারণ কর। হয়ত কল্যই এই আমারদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে। সেই সত্য-স্বরূপকে

এক বার দেখিতে পাইলে আর আমারদের ভয় থাকিবে না। যদি তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মৃত্যু হইলেই বা কি?—আমারদের জীবন তো কৃতার্থ হইল। কিন্তু যদি তাঁহাকে না জানিয়া এখান হইতে অবসৃত হই, তবে আমরা অতি কৃপা-পাত্র। কোন অবসরকে যেন আমরা লঘু মনে না করি। যে কোন প্রশস্ত সময় তাঁহাকে পাইবার অনুকূল হয়, তাহা যেন অবহেলা না করি। এখনই সেই সত্য-স্বরূপের প্রকাশ দেখ। জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া এক বার তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। তিনি সত্য বস্তু—তিনি পরম বস্তু। তিনি সকল আধারের মূলাধার। তিনিই বস্তু—আর সকল তাঁহা হইতেই নিঃসৃত। পশু, পক্ষী; বৃক্ষ, লতা; প্রস্তর, ধাতু; তিনি সকল সত্তার সত্তা, সকল মূলের মূল—সকল সত্যের সত্য। সেই এক হইতেই এই সমুদয় নিঃসৃত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। সকলি তাঁহাতে স্থাপিত রহিয়াছে। এই অস্থায়ী জগৎ যে সৎ হইয়াছে, সে তাঁহার সত্য ভাব গ্রহণ করিয়াই সৎ হইয়াছে। তিনি বিশ্বাধার মূলাধার পরমেশ্বর—সত্যই তাঁহার আয়তন; জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া সেই সত্য-স্বরূপকে ধারণ কর। এক বার মনে করিয়া দেখ, তিনি জ্ঞানের কেমন আশ্চর্য্য বিষয়। তিনিই পরম সত্য। তিনি প্রাণ-স্বরূপ। তিনি সমুদয়ের প্রাণ-রূপে, অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অবলোকন কর।

তিনি সত্যের সত্য। যে সত্য হইতে আর মিষ্ট বাক্য নাই—যে সত্যের জন্য কত লোকে অনায়াসে প্রাণ

দান করিয়াছে; তিনি সেই সত্যের সত্য, তিনি পরম সত্য, তিনি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"—এই বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র তাঁহার ভাব কেমন হৃদ্গত হইতেছে। এই কথাতে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা, তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; এ সকলই কি সহজে প্রকাশ পাইতেছে। যখনই তাঁহাকে বলি, " মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" তখনই তাঁহাকে জীবিতবান্ ঈশ্বর রূপে দেখিতে পাই। তিনি পরম বস্তু, এবং তাহা হইতেও অধিক, তিনি পরম পুরুষ। বস্তুর সঙ্গে সে প্রকার চেতন ভাব, জীবিত ভাব, স্বতন্ত্র ভাব, প্রকাশ পায় না। তিনি পূর্ণ পুরুষ—তিনি " চেতনং চেতনানাং " তিনি " প্রাণস্য প্রাণঃ " তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তাঁহাকে পুরুষ রূপে দেখিলেই আত্মার সঙ্গে তাঁহার বিশিষ্ট-রূপ যোগ দেখিতে পাই। সেই পূর্ণ পুরুষের যাহা ইচ্ছা, তাহাতে মঙ্গল বিধান হইতেছে। তিনি অন্য কাহারো কর্তৃক নিযুক্ত হইতেছেন না, তাঁহার কেহ নিয়ন্তাও নাই এবং অধিপতিও নাই; তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা এবং তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। তিনি সত্য-কাম। তিনি সত্য-সঙ্কল্প। তিনি আমারদের অন্তরের অন্তরাত্মা। তিনি মঙ্গলের জন্যই সকলি বিধান করিতেছেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই জগতে সম্পন্ন হইতেছে—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা। তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায় কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না; তিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প এবং সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্ব-

ভাব, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না; তিনি আপন ইচ্ছাতে, আপন আনন্দে, সহজে সকলই সম্পন্ন করিতেছেন।

সেই পরমেশ্বরই আমারদের প্রভু; তিনি আমারদের পূজনীয়, তিনি আমারদের সেবনীয়; তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক —তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সর্ব্বত্রই জাগরূপ রহিয়াছে। তিনি কেবল বিষয়-রাজ্যের রাজা নহেন, কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যেরও রাজা; তিনি কেবল জড় জগতের ঈশ্বর নহেন— তিনি আত্মার অধিপতি, তিনি পাপের মোচয়িতা, তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, তিনি চিরজীবনের উপজীবিকা। পিতা, কি মাতা, কি কোন এক শব্দে, তাঁহার সকল ভাব ব্যক্ত হয় না; তিনি আমারদের পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, সখা, সকলি; তিনি আমারদের অন্তরের অন্তর। তিনি অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর, আত্মার সঙ্গে তাঁহার জীবিত সম্বন্ধ; তিনি আত্মাতে স্বাধীন ভাব দিয়া তাহাকে তাঁহার সহবাসের যোগ্য করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ পুরুষ, আমরাও প্রকৃতি হইতে উচ্চ পদে; আমরাও পুরুষ। পিতা পুত্রের ন্যায় এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে মিল আছে। তিনি পূর্ণ মঙ্গল, আমারদের সাধু ভাব আছে; তিনি শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ, আমারদের পবিত্রতা ও পুণ্যভাব আছে; তিনি স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব, আমারদের কর্ত্তৃত্ব আছে। তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ; কিন্তু আত্মাকে উন্নত করিলে তবে সেই সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। আমরা যত সাধু-ভাব, পুণ্য-পুভাব, ধর্ম্ম-বল

উপার্জ্জন করি; তত সেই শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধকে গ্রহণ করিতে থাকি। আমরা যদি পশুর ন্যায়ই থাকি, তবে পশুরা যাহা জানে তাহাই জানি; আহার নিদ্রা, এই সকলই জানিতে পারি। আমরা জ্ঞানেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, যত উন্নত হইতে থাকি; তত ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হই। আপনাকেই যদি পুরুষ রূপে না বুঝিতে পারি, তবে সেই পরম পুরুষকে কি বুঝিব? যদি সত্য উপার্জ্জন না করি, তবে পরম সত্যকে কি প্রকারে ধারণ করিব? আপনি পবিত্র না থাকিলে ঈশ্বরের সেই অখণ্ড পবিত্রতা ও মঙ্গল-ভাব কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব? যাঁহারা বলিয়া বেড়ান, ঈশ্বরকে জানা যায় না, প্রীতি করা যায় না, তাঁহার সহিত সহবাস হয় না; তাঁহারদিগকে আর কি বলিব? এই বলিতে পারি; আপনারা পবিত্র হও, জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর—ঈশ্বরকে অনুক্ষণ প্রার্থনা কর; অবশ্যই সেই অভয়-পদে আশ্রয় পাইবে—তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে। তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিতে পারিবে। তাঁহাকে লাভ করিবার যত্ন করার অগ্রে কেহ যেন মুখে না বলেন, তাঁহাকে স্মরণ করা যায় না,—মনে করা যায় না, প্রীতি করা যায় না; চির কাল যাহা ঈশ্বর-পরায়ণেরা বলিয়া আসিতেছেন, সে সকলই মিথ্যা—সকলি প্রলাপ-বাক্য; কিন্তু তিনি আপনাকে অগ্রে পবিত্র করুন, এবং সকল অপেক্ষা যাহা প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা অবলম্বন করুন—তাঁহাকে প্রার্থনা করুন;

অবশ্যই সেই সত্য-স্বরূপকে দেখিতে পাইবেন—কেন না যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সে কখনই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আইসে না। এই সত্য।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

দশম ব্যাখ্যান।

---

৭ অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সেই বিশ্বতশ্চক্ষু পূর্ণ পুরুষের দৃষ্টি সকল স্থানেই রহিয়াছে। তিনি এই সমুদয় সংসারের জ্যোতির জ্যোতি। প্রভাকর প্রভা কোথা হইতে পাইল? এ জগৎ সংসার জীবন ও সুখে কোথা হইতে পূর্ণ হইল? এ সকলেরই কারণ সেই আদি-কারণ মূলাধার পরমেশ্বর। বাহিরে, অন্তরে; নির্জনে, সজনে; পর্ব্বতে সমুদ্রে; সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দীপ্যমান রহিয়াছে। অন্ধকার তাঁহার আবির্ভাবকে তিরোভাব করিতে পারে না। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই সহজে তাঁহাকে দেখিতে পাই, আত্মাকে নির্ম্মল করিলে তাঁহার উপদেশ-বাক্য শুনিতে পাই, মনকে পরিশুদ্ধ করিলেই তাঁহার রসাস্বাদন করিতে পারি। আমরা কেবল আপনাকে মলিন করিয়া তাঁহা হইতে দূরে পড়ি; আমরা নিজে যখন অন্ধীভূত হই, তখনি তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যদি শত সহস্র লোকের দৃষ্টি

আমার উপরে থাকে, আর আমি নিজে যদি অন্ধ থাকি ; তবে সেই শত সহস্র লোকের দৃষ্টি অনুভব করিতে পারি না, মনে করি একাকীই আছি। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টির নিকটে শত সহস্র লোকের দৃষ্টিই বা কি ? যে দৃষ্টি সমুদয় জগৎ সংসারের উপর বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদের সকলের আত্মার অন্তরতম গূঢ়তম প্রদেশেও যে দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে, "নষ্টেন্ধনমিবানলং" পরমেশ্বরের সেই সর্ব্বত্র প্রসারিত অতুল উজ্জ্বল দৃষ্টিও আমরা দেখিতে পাই না। কি প্রকারেই বা পাইব ? জড় কি কখন চেতকে দেখিতে পায় ? চেতনই চেতনকে দেখিতে পায়। আমরা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত থাকিয়া, যিনি সকল জগতের স্রষ্টা, সকল জগতের প্রাণ, সেই জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষের প্রতি অন্ধ থাকি ; তাঁহার জ্যোতি সকল স্থানেই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমরা দেখি না, তাঁহার মহান্ নিনাদ সকল স্থান হইতেই নিঃসারিত হইতেছে, তাহা আমরা শ্রবণ করি না। এ কি প্রকার মোহ ? আমারদের এ প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয় ? আমরা কি প্রকারে এমন হত-জ্ঞান হই যে ক্ষুদ্র মনুষ্যকেও যেমন ভয় করিয়া চলি, সেই অন্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাতে কুকর্ম্ম করিতে সে প্রকারও ভয় করি না। আমারদের এ কি বিপত্তি, কি দুর্ভাগ্য। হে পরমাত্মন্ ! এই সকল দুর্ভাগ্য ও বিপত্তি হইতে আমারদিগকে উদ্ধার কর। আমারদের সমুদয় জীবনের সঙ্গে তোমার যোগ রক্ষা কর। সকল সৌন্দর্য্যের আকার যে তুমি—

সকল মঙ্গলের একায়তন যে তুমি, তোমার প্রতি আমারদের আত্মাকে উন্নত কর, মন যেন তোমা ভিন্ন আর কোন দিকে না যায়,তুমি বিনা আর আমারদের গতি নাই। তোমার নিকটে একাগ্র-চিত্তে এই প্রার্থনা যে তুমি আমারদিগকে যে সকল মহৎ অধিকার প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন আমরা মোহান্ধ হইয়া অবহেলা না করি ; তুমি আমারদিগকে যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির দ্বারা ভূষিত করিয়াছ, তাহা যেন নিরর্থক না যায়, তাহাতে যেন তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি ; আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি তোমারই, তাহা যেন তোমার কার্য্যে নিয়োগ করি ; তোমার অমৃত রস পান করিতে করিতে, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে দেখিতে, যেন আমারদের জীবন অবসান হয়। অদ্য আমরা তোমার উপাসনার নিমিত্তে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, সমস্ত দিন আমারদের প্রার্থনা ছিল, কখন্ সূর্য্য অস্তমিত হইবে যে এখানে তোমার উজ্জ্বল প্রেম-মুখ দেখিয়া আমরা সকলে কৃতার্থ হইব। সেই সময় এখন আসিয়াছে—তুমি এক বার হৃদয়াসনে আসীন হইয়া আমাদের সেই আশা পূর্ণ কর। তুমি আমাদের পিতা মাতা ; তুমি সুহৃৎ, বন্ধু, সখা ; তুমি আমারদের প্রতিপালক ; তুমি মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা। আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমার হস্তে সর্ব্বস্ব দান করিতেছি, তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর। প্রাতঃকাল অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত আমরা নানা ঘটনার মধ্যে থাকিয়া সংসারীর মতই ছিলাম,

এখন মন কি প্রকার উন্নত হইতেছে। কোথা হইতে তোমার আলোক আসিয়া, তোমার অমৃত-ভাব আসিয়া, সকলকে জাগ্রত করিতেছে। কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য! তোমার সহবাসের আনন্দ যিনি লাভ করিতেছেন, তিনি তাহার তুলনা আর কোথাও পান না। তাঁহার চক্ষু তোমার প্রতিই স্থির রহিয়াছে। তাঁহার রসনা তোমাকেই কীর্ত্তন করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। যে কালে তোমার সহিত বাস করিতে পাই, সে কালে অকিঞ্চিৎকর ধন মান যশের লালসা কি আর মনেতে থাকিতে পায়? সূর্য্য-কিরণের মধ্যে থাকিয়া খদ্যোতের আলোক কি কেহ প্রার্থনা করে? তেমনি যখনি আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, তখন পৃথিবীর নীচ চিন্তা, নীচ কামনা-সকল, আর থাকিতে পায় না। তখন মনের প্রবল স্পৃহা হয় যে পবিত্র ধর্ম্মের আনন্দ কি প্রকারে চির দিন সম্ভোগ করিব; কি প্রকারে চির দিন তোমার অমৃত সহবাসে যাপন করিব। তখন দেবতা তুল্য আপনাকে তোমার উপাসনার অধিকারী জানিয়া কি মহত্ত্বই লাভ করি। হে পরমাত্মন্! আমারদের আত্মাতে এই প্রকার উন্নত ভাব প্রেরণ কর। আমরা যেন তোমার নিকটে আসিয়া এখান হইতে শূন্য-হস্তে ফিরিয়া না যাই। যাহার জন্য আমরা সকলে এই সমাজ-মন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি, কিনা তোমার পবিত্র সাক্ষাৎ-কার লাভ করিবার জন্য, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া প্রদান কর। যাঁহারা এক বার এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া